শ্রীলপুরী গোস্বামীর

অতিমর্ত্যলীলা

শ্রীযতিশেখর দাস

প্রাক্তন সম্পাদক :—শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত

"পরমার্থী" পত্রিকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীলপুরী গোস্বামীর

অতিমর্ত্ত্যলীলা

পরমারাধ্যতম পরমপ্রিয়তম শ্রীল পুরীগোস্বামী ঠাকুরের ভুবন-মঙ্গলময়ী শতবার্ষিকী আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে প্রকাশিত।

লেখক ও প্রকাশক ঃ—শ্রীযতিশেখর দাস।

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় গৌরপ্রেষ্ঠ-স্বরূপিণে।
শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রসাদাখ্য-পুরীগোস্বামিনে নমঃ ॥
সন্দর্ভালোকদানেনাভক্তিধ্বান্তবিনাশিনে।
ভক্তিবীজার্পণেনৈব স্বেষ্টস্মৃতি বিধায়িনে ॥
নামকৃপৈকনিষ্ঠায় কারুণ্যঘনমূর্তয়ে।
ভাগবতরসাম্ভোধৌ নিরন্তরাবগাহিনে ॥
শ্রীরাধামাধবপ্রেম-প্রোজ্জ্বলারতিবর্ধন।
বিপ্রলম্ভরসাবিষ্ট-রূপানুগায় তে নমঃ ॥

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীভক্তিকেবল পাদপীঠ
সুতাহাট, কটক—৭৫৩০০১
প্রকাশ কাল :-শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের
শতবর্ষপূর্ত্তি প্রাকট্য তিথি।
ইং তাং – ১২।৯।৯৪

মুদ্রনে :—গৌতম প্রিন্টিং ওয়ার্কস, চরমাজগিয়া, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল পুরীগোস্বামীর অতিমর্ত্ত্য লীলা অবতরণিকা

শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামীর অতিমর্ত্ত্য লীলা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ হইতে অপ্রকট অবধি এই পুস্তিকায় সংক্ষেপে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল। তিনি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি জেলায় প্রকট হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল শ্রীঅনন্ত বসু। তিনি ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পার্শ্বে উপবিষ্ট শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদকে দর্শন করিলেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমায়াপুরে শ্রীলসরস্বতী প্রভুপাদ হইতে শ্রীহরিনাম ও পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল শ্রীঅনন্ত বাসুদেব ব্রহ্মচারী। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে প্রচারে গিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ১৯৩৬ সালে ডিসেম্বর মাসের শেষরাত্রে অপ্রকট হইলেন। তৎপূর্বে তিনি শ্রীঅনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণকে তাঁহার অধস্তন আচার্য্যরূপে শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী প্রচার করিতে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীলপ্রভুপাদের অধস্তন আচার্য্যরূপে অভিষিক্ত হইলেন। শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ সেক্রেটারী রূপে সংবাদপত্রে ২৬-৩-৩৭ তারিখে Press Message-এ ইহা ঘোষণা করিলেন (১৬ বর্ষ গৌড়ীয় দ্রষ্টব্য)। কয়েকমাস

পর সেক্রেটারী স্বয়ং গুরু হইবার জন্য মিশন হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। তাঁহার জন্য কয়েকজন ত্যাগী মিশন হইতে বাহির হইয়া পৃথক্ পৃথক্ মঠ স্থাপন করিলেন। তৎপরে শ্রীনারায়ণ দাস ভক্তি-সুধাকর প্রভু (প্রফেসার শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল) গৌড়ীয় মিশনের নবনির্বাচিত সেক্রেটারী হইলেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু সন্ন্যাস লইলেন। তাঁহার ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসের নাম হইল শ্রীভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী ঠাকুর। তৎপরে তিনি ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ অবধি শ্রীগৌড়ীয় মিশনের আচার্য ও প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি গৌড়ীয় মিশনের বিশিষ্ট কর্তৃপক্ষগণকে মিশনের ভার অর্পণ করিয়া মিশন হইতে অব্যাহতি লইলেন। ইহার কারণ হইল পূর্বতন সেক্রেটারী শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণের সঙ্গে কতিপয় সন্ন্যাসী যোগ দিয়া শ্রীভক্তিপ্রসাদপুরীর বিরুদ্ধে অনেক মোকদ্দমা করিলেন (গৌড়ীয় ১৭ বর্ষ ১০, ১৮, ১৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। পরবর্তীকালে ইস্‌কনের প্রবর্ত্তক গুরু, তাঁহার লিখিত ইংরাজী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে কটু মন্তব্য লিখিয়াছিলেন। নানারকম অপপ্রচারে শ্রীল পুরীগোস্বামী ব্যথিত হইয়াছিলেন এবং শ্রীলপ্রভুপাদের ত্যাগী ও গৃহী শিষ্যগণের অনেকের সমালোচনা ও অনধিকার চর্চ্চা ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। শ্রীপুরী গোস্বামী ঠাকুর গৌড়ীয়-মিশনকে সুপরিচালনা করিবার জন্য শ্রীজীব গোস্বামীর সিদ্ধান্ত আলোচনা করিলেন। তাহাতে তিনি দেখিলেন বহু অনধিকারী ব্যক্তি উত্তম অধিকারী সাজিয়াছেন। তাহাদিগকে স্ব-স্ব অধিকারে যাইতে বলা সত্ত্বে ও তাঁহারা মিশনের প্রতিষ্ঠা ছাড়িল না। তখন তিনি ১৯৪৮

খ্রীষ্টাব্দে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তাহাতে শ্রীপুরী গোস্বামীর আচরণ সম্বন্ধে যাহারা মিশন হইতে পৃথক মঠ-মন্দির করিয়া শিষ্য-প্রশিষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা অধিক হইতে অধিকতর নিন্দা প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীলপ্রভুপাদের অন্তরঙ্গ শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী, শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ প্রভৃতি গৌড়ীয় মিশন পরিচালনা করিলেন। ইহার পূর্বে প্রেরণা ও আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন শ্রীল নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভু। যাঁহারা সেক্রেটারী শ্রীভক্তি সুধাকর প্রভুর আনুগত্যে শ্রীপুরী গোস্বামী শ্রীআচার্যদেবের সেবা করিতেছিলেন তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের যথার্থ মনোঽভীষ্ট অবগত ছিলেন, ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীল পুরী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনে অপ্রকট হইলেন।

এই পুস্তিকায় শ্রীল পুরী গোস্বামীর অতিমর্ত্ত্য লীলা প্রকাশের উপাদান রূপে যাহা পূর্বাপর ঘটনা, তাহা উল্লেখ করিতেছি। মদ্-গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয় ১৫ বর্ষ ৩৫ সংখ্যায় ৫০২ পৃষ্ঠায় জানাইয়াছেন—

"বৈষ্ণবের ভৃত্য সূত্রে গুরুর অবজ্ঞা সহ্য করা কেবলমাত্র পাপ নহে, আত্মার অধঃপাত কারক অপরাধ। প্রতিকূল অনুশীলন অসাধুদিগের বিচারে পরচর্চা বলিয়া স্থির হইলেও অতৎনিরসন না করিয়া কৃষ্ণানু-শীলন করিলে শ্রদ্ধাহীন জনগণ ভক্তির স্বরূপ জানিবে না।"

সুধী পাঠকবৃন্দ! শ্রীপুরী গোস্বামীর অতিমর্ত্ত্য লীলা পাঠকালে উল্লিখিত পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে যে সকল

তথ্য প্রকাশ করিয়াছি, তাহা আমার নিজস্ব বা নিজের অভিমত নয়। সমস্ত প্রমাণ ও উদ্ধৃতি মূল গ্রন্থ ও গৌড়ীয় পত্রিকা হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। আমি শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় তাঁহার প্রকাশিত পাক্ষিক ও মাসিক "পরমার্থীর" (উৎকল ভাষার পত্রিকায়) দীর্ঘ ষাট (৬০) বছর সেবক ও সম্পাদক সূত্রে নির্ভরযোগ্য বিবরণ পরম্পরা উত্তরদায়ী রূপে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত "পরমার্থিক সাময়িক পত্রে আদর্শ ও নীতি" (গৌড়ীয় ১৫ বর্ষ ৩৫ সংখ্যায় শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত শীর্ষক প্রবন্ধে আছে—"বৈষ্ণবাপরাধিদের চিত্তবৃত্তিতে উদিত বৈষ্ণববৃন্দের অসম্মান দেখিয়া পারমার্থিক পত্রিকার সম্পাদকগণ যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিশ্রম্ভ সেবার ব্যাঘাত হয়। ভাগবত মাত্রেই পরম সহিষ্ণু কিন্তু গুরুবর্গের অসম্মান দেখিলে কোন ভগবদ্‌ভক্ত কখনই সেই দুঃসঙ্গকারীকে ক্ষমা করিতে পারেন না।"

তাই আমি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অধম শিষ্যসূত্রে তাঁহার বাণীর পিয়ন মাত্র। এই পুস্তিকাটি ৪০ বছর পূর্বে প্রকাশ করার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু চিন্তা করিলাম শ্রীশ্রীল-প্রভুপাদের বিরোধী শিষ্যগণ তাঁহাদের ভুল বুঝিতে পারিবেন, অথচ এ যাবৎ তাঁহারা ও তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ অধিক হইতে অধিকতর-ভাবে শ্রীপুরী গোস্বামীর নিন্দা রটনা করিতেছেন। আমি সত্যানুসন্ধিৎসুগণের গোচরার্থে এই পুস্তিকা প্রকাশ করিলাম।

পরমহংস শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের তিরোধানান্তে পূর্ব্বাপর বিবরণ

গ্রন্থ ভাগবত ও ভক্তভাগবত জগতে প্রকট হইয়াছেন। ভক্ত ভাগবতের কৃপায় গ্রন্থভাগবতের বিচার সিদ্ধান্ত অনুভূত হয়। "ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধিনাশ।" ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি ভক্তভাগবতের কৃপায় গ্রন্থভাগবতের রহস্য অনুভব করিতে পারেন।

"ভাগবত হইতে এ সব তত্ত্ব জানি।
তেঁহো যদি বৈষ্ণব গুরুর মুখে শুনি॥"
(শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত ৬-৩৬)

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল-ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর শ্রীঅনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ (শ্রীভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী) শ্রীলপ্রভুপাদের অধস্তন আচার্য্যরূপে সর্বসম্মতিক্রমে অভিষিক্ত হইলেন। কারণ শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীঅনন্ত বাসুদেবের প্রতি বিশেষ কৃপা করিয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ১৩ বর্ষ ২৬ সংখ্যার "সেবার খতিয়ান" প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমায়াপুরে এতদ্‌ সম্বন্ধে যে বিবরণ ১৬ বর্ষ ১০ সংখ্যায় ১৬৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল —

—:*:—

শ্রীবাসুদেবের প্রতি শ্রীল-প্রভুপাদের আস্থা

গৌড়ীয় 'সেবার খতিয়ান' প্রবন্ধে (১৩ বর্ষ ২৬ সংখ্যা) শ্রীযুক্ত-নেমি ও কুঞ্জবাবু প্রভৃতিকে আক্রমণ করা হইয়াছে। এই কথা যখন শ্রীযুক্ত নেমি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীমায়াপুরে শ্রীভক্তি বিজয় ভবনে উত্থাপন করেন, তখন কুঞ্জবাবু ও গৌড়ীয় মিশনের বহু ভক্তের সমক্ষে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন,— "বাসুদেব যদি সুন্দরানন্দকে দিয়া কুঞ্জবাবু বা আপনার বিরুদ্ধে এই সকল কথা লেখাইয়া থাকে, তবে ঠিকই করিয়াছে। আমার সম্বন্ধেও যদি বাসুদেব সত্য কথা লিখে, তাহা হইলে আমিও অসন্তুষ্ট হইতে পারি না। কুঞ্জবাবু আর আপনার যদি গলদ্ থাকে ভবিষ্যতে কি কেহ ছাড়িয়া দিবে?" এই জন্যই শ্রীল প্রভুপাদ যখন শ্রীকুঞ্জবাবু অদৈব স্মার্ত্তবিধান অনুসারে মাতৃশ্রাদ্ধ করেন, তখন কুঞ্জবাবুকে সেরূপ ভক্তি-বিরোধী অসদাচার হইতে রক্ষা করার জন্য শ্রীল বাসুদেব প্রভু ও শ্রীভক্তিসারঙ্গ প্রভুকে কুঞ্জবাবুর গ্রামে পর্যন্ত পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু কুঞ্জবাবু শ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎ আদেশ পালন করেন নাই। কুঞ্জবাবুর সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের যে সকল প্রশংসা তাহা কেবল প্রধানতঃ তাঁর কর্মনিপুণতা জ্ঞাপক। সেই কর্ম-নিপুণতা বা চতুরতা যদি গুরুভক্তির সহিত সংযুক্ত থাকে, তবেই উহার মূল্য আছে, main switch-এর সঙ্গে সংযুক্ত না থাকিলে হাজার শক্তির (Power-এর bulb) বাল্‌ব-এর কোন মূল্য নাই, আর উহা নষ্ট হইয়া গেলেও উহার কাঁচের বেশী মূল্য নাই, শ্রীকুঞ্জবিহারী কর্ত্তৃক প্রেতশ্রাদ্ধ করার দরুণ শ্রীলপ্রভুপাদ যে পত্র

তাঁহাকে দিয়াছিলেন, তাহা গৌড়ীয় ১৬বর্ষ ১২-১৩ সংখ্যার ২২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। তাহাতে শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছিলেন যে,—"এই পত্র পাইয়া আমাদের সম্প্রদায়ের ভাবী মঙ্গল চিন্তা করিবেন। আমার মধ্যে এমন কোন আকর্ষণ নাই যাহাতে আপনাকে টানিয়া আনিতে পারি।"

শ্রীকুঞ্জবিহারীর সম্বন্ধে

শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব 26th March, 1937 তারিখে শ্রীল প্রভুপাদের অধস্তন আচার্য রূপে সর্বসম্মতিক্রমে বিবেচিত হইয়াছিলেন। শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ সেক্রেটারীরূপে Press Message পাঠাইয়াছিলেন (গৌড়ীয় ১৬ বর্ষ ৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ইতিপূর্বে শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ৯-২-১৯৩৭ তারিখে কটক রেভেন্সা কলেজের প্রধান অধ্যাপক শ্রীনিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিসুধাকর মহোদয়ের নিকট স্বহস্তে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং ঐ তারিখেই স্বয়ং যে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহার অবিকল ব্লক গৌড়ীয় ১৬ বর্ষ ৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

—ঃঃ—

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ১—২-১৯৩৭ তারিখের পত্রে শ্রীভক্তিসুধাকর প্রভুকে লিখিয়াছিলেন—

"শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর আচার্য্যত্ব আমার নিজের সম্পূর্ণ আনুগত্য নিত্যকাল আছে।"

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছিলেন "নিত্যকাল"। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁহার গুরুগিরি করিবার বুদ্ধি জাগ্রত হইল। তিনি ও তাঁহার অনুগমনে বহু সন্ন্যাসী গুরুগিরি করার জন্য মিশন হইতে পৃথক্ হইয়া গেলেন। তাঁহারা বিভিন্ন কোর্টে নানা Case দায়ের করিলেন। ইহাতে ইস্‌কনের গুরু কেসের যথার্থতা অনুভব করিলেন না। ইস্‌কনের গুরু শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে যাতায়াত করিতেছিলেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর তিনি কোন সভা-সমিতি বা পরিক্রমায় (যাহা মিশনে অনুষ্ঠিত হইতেছিল) যোগদান করিলেন না। পরন্তু তাঁহার ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থে আদি খণ্ডে সপ্তম অধ্যায়ে ৭৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিলেন গৌড়ীয় মিশন শ্রীলপ্রভুপাদের আদেশ অবজ্ঞা করিয়া কোর্ট-কাছারিতে মোকদ্দমা করিতেছেন। "The entire misson was defeated"

(A Ray of Vishnu P – 246)

—✱—

ইস্‌কনের প্রবর্তক গুরুর ভ্রম ধারণা

ইস্‌কনের গুরুমহোদয় যদি কি কারণে কে কে Case করিয়াছিলেন এবং কোর্ট কি Order দিয়াছিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিতেন তাহা হইলে তিনি তাঁহার শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে এইরূপ কটু মন্তব্য প্রকাশ করিতেন না। নিম্নে কোর্ট হইতে যে Judgement প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল—

শ্রীকুঞ্জবাবুর দলের বি, এস, পর্বত মহারাজ গৌড়ীয় মঠের আচার্য প্রভৃতির বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করিয়াছিলেন। তাহার বিচারে আলিপুর কোর্ট-এর ম্যাজিষ্ট্রেট বি, সি, ঘোষ ১৯৩৮, সেপ্টেম্বর ২১ তারিখে যাহা রায় দিয়াছিলেন, তাহা গৌড়ীয় ১৭ খণ্ড ১০ম সংখ্যা হইতে প্রকাশিত হইল।

U/S 500 I. P. C

Ananta Basudev was duly declared the spiritual head of the Mission in accordance with the last wishes of the founder President.

It will appear from the "Saptahik Goudiya" (Ex. "E") dated 17. 4. 37 that Ananta Vasudev was installed as the spiritual head on 26. 3. 37 at Mayapur (Nadia) and the proposal was accepted

by Kunja Babu and others. This journal also contains photographs of installation ceremony.

I know Prabhupad to be a spiritual head. To go against the teachings and precepts of prabhupad is to go against him in that fashion. If those who are his disciples come away without making any arrangement for Puja and Bhoge of the said Sri Murti then I consider him going against Prabhupad.

I hold that the statements were based on certion honest conclusions derived from facts and documents and published with a view to safeguard the interest of the Mission and the general public. The allegations and imputations are accordingly privileged and no criminal liability can be fastened on the accused for publishing them in the documents.

(Exs. 1. 2/1)

বি, এস্, পর্বত মহারাজ কর্ত্তৃক মানহানি মোকদ্দমা একবৎসর ব্যাপী বিচারান্তে শ্রীঅনন্ত বাসুদেব ইত্যাদি নির্দোষ সাব্যস্তে মুক্তিলাভ

করিলে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে পুনঃ মোশনের যাহা রায় তাহা প্রদত্ত হইল।

[Crl. Motion No. 150 of 1938]

He found, however, that the accused had an honest belief in the truth of the allegations based on facts and documents and published them with a view to safguard the interest of the Mission, and the general public.

I am satisfied that there in no material illegality or irregularity in these proceedings and certainly no failure of justice such as would justify making a reference against an order of acquittal. The application is accordingly summarily rejected.

Sd/ M. H. B. Lethbridgc.
Session Judge
Typed to my dictation
Sd/—M. H. B. Lethbridge Session Judge.

(গৌড়ীয় ১৭ খণ্ড ১৮-১৯ সংখ্যা ৩৫২ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত)

শ্রীপর্বত মহারাজ ও তাঁহার দলভুক্ত ব্যক্তিগণ গৌড়ীয় মিশনের অর্থ আত্মসাৎ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমূর্তি পূজা ভোগাদির অব্যবস্থা

করিয়াছিলেন অথচ তাঁহার বিরুদ্ধে শ্রীঅনন্ত বাসুদেবের পক্ষে ইহা পত্রিকায় প্রকাশ করার দরুণ তিনি (পর্বত মহারাজ) যে মানহানি কেস্ করিয়াছিলেন, ইহাতে দোষ কাহার ? শ্রীঅনন্ত বাসুদেব কোন প্রকার বিদ্বেষ বা আক্রোশের বশবর্ত্তী ছিলেন না। এ সম্বন্ধে ইস্কনের গুরু কোন অনুসন্ধান না করিয়া তাঁহার ইংরাজী চৈতন্য-চরিতামৃতে ৭ম অধ্যায়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কতদূর সত্য তাহা বিচার্য। তিনি লিখিয়াছেন—

"Later, however, some self-interested, foolish disciples disobeyed his orders. Each one of them wanted to become head of the Mission and they fought in the courts, neglecting the order of the spiritual master, and the entire mission was defeated. We are not proud of this, however, truth must be explained. We believed in the words of our spiritual master and started in a humble way– in a helpless way but due to the spiritual force of order of the supreme Authority, this movement has become successfull."

[Adi Ch. 7, Page 77]

and A Ray of vishnu, Page—246

ইস্‌কনের চিন্তাশীল অথচ (ইস্‌কন স্থাপনের) পূর্ব ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ ও সরল শিষ্যবৃন্দকে পূর্বাপর ইহা পাঠ করিয়া সচেতন হইতে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীল প্রভুপাদের উপরোক্ত শিষ্যগণের সম্বন্ধে যে অভিমত গৌড়ীয় হইতে উদ্ধৃত হইল তাহা কেবল ভক্তভাগবতের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্র পাঠের বিষময় ফল।

"ভাগবত পড়াইয়া কারো বুদ্ধিনাশ।
নিন্দে অবধূত চাঁদে জগত নিবাস" ॥
(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ২১ অধ্যায় ২৮)

ভক্ত ভাগবত শ্রীশ্রীল অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ (শ্রীআচার্য-দেব ভক্তিপ্রসাদ পুরীগোস্বামী)-র আনুগত্য ব্যতীত যাঁহারা গ্রন্থ ভাগবত পাঠ করিয়া পরমহংস অবধূতকে মাপিতে চেষ্টা করিলেন তাঁহারা বঞ্চিত হইলেন।

শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু

আর একজন আদর্শ ব্যক্তি শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু। তিনি ছিলেন ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীগণের গুরু। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন—

"শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু 'নিখুঁত' (নির্দোষ)। শ্রীল ভক্তি-সুধাকর প্রভু বাস্তব ত্রিদণ্ডী। সন্ন্যাস আশ্রমে থাকিয়া যিনি তহবিল সঞ্চয় করেন, তিনি ত্রিদণ্ডীর উপজীবিকা করেন, কিন্তু শ্রীভক্তিসুধাকর প্রভু বাস্তব ত্রিদণ্ডী—'সমর্পিত্মা'। তিনি

সবকিছু শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন।

(গৌড়ীয় ১১ বর্ষ ২২ সংখ্যা)

শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকটকালে শ্রীভক্তিসুধাকর প্রভুকে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন

"I am indebted to Professor babu (Prof N.K. Sanyal)". অর্থাৎ শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু।

(গৌড়ীয় ১৮ বর্ষ ৩২ সংখ্যা)

অপ্রকট কালে শ্রীল ভক্তিসুধাকর বলিলেন—"প্রভুপাদ আসিতেছেন"—ইহা বলিয়া তিনি হস্ত প্রসারণ করিলেন। আরও বলিলেন, —"ওঃ সুন্দর-সুন্দর—"! তখন তাঁর বাহ্য বিষয়ে কোন সংজ্ঞা ছিল না।

(গৌড়ীয় ১৯ বর্ষ শ্রীভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহ সংখ্যা)

শ্রীল আচার্যদেব অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ ১৯৩৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদের পর আচার্যপদে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি ১৯৩৯ সালে ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অনন্ত বাসুদেব নামের পরিবর্ত্তে শ্রীভক্তিপ্রসাদপুরী সন্ন্যাস নাম গ্রহণ করিলেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ীয় মিশনের উপস্থিত কর্ত্তৃপক্ষ ও সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদকে গৌড়ীয় মিশনের ভার অর্পণ করিয়া তিনি গৌড়ীয় মিশন হইতে অব্যাহতি লইলেন। তৎপরে তিনি যে অতিমর্ত্ত্য লীলা প্রদর্শন করিলেন, সে প্রসঙ্গে দশ বছর পূর্বে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু যাহা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন; তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর ভবিষ্যৎবাণী

১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একদিন শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রবণ সদনে ইষ্টগোষ্ঠী সভায় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের "প্রাত্যহিক Progress এর একটা Tangible result চাই"—এই বাণীটি কীর্ত্তন করিতেছিলেন। তখন কোন শ্রোতা প্রশ্ন করেন,—Tangible result টি কি ও তাহা কি করিয়া বুঝা যায়"? তাহার উত্তরে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু বলেন—"গুরু বৈষ্ণবের Personality-র প্রতি আমার একটা Personal attachment যদি ক্রমশঃ বাড়িতে দেখা যায়, তবেই Tangible result পাওয়া গেল। টানটা ব্যক্তিগত জিনিষ। শ্রীল আচার্য্যদেব এতবড় মিশনের Controlling Authority অথবা তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, ধীশক্তি, বিচারনৈপুণ্য, ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তিনি দশ জনের আদরের বিষয় জানিয়া, আমিও সেই দশ জনের একজন হইয়া যদি আচার্য্যদেবের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করি, তাহার দ্বারা অধিক ফল হইবে না। যদি সমস্ত জগৎ তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, যদি তাঁহার নিত্যসিদ্ধ লক্ষণসমূহ তিনি সংগোপন করেন, যদি মিশনের সহিত তিনি বাহ্যতঃ নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করেন অথবা মিশনের বাহ্য-অঙ্গ তাঁহার আনুগত্য করিতে না পারেন' তবুও তাঁহার প্রতি যদি ব্যক্তিগত টান থাকে, আমি তাঁহাকেই লক্ষ্য করিতেছি। যেখানে আমার চিত্ত ও তাঁহার পাদপদ্ম ব্যতীত তৃতীয় বস্তুর অপেক্ষা নাই। সেবা করিলেই বুঝা যায়। আমি খাইয়াছি কিনা, তাহা খাইলেই ঠিক বুঝিব। তার সেবার মত অতবড় কথা বলিতে চাই

না; আমি কেবলমাত্র এইটুকু বলি যে, এ জীবনটা যাহাতে বৈষ্ণবাপরাধ না করিয়া কাটাইয়া যাইতে পারি, এই চেষ্টাটাই করি"। তখন আর একজন প্রশ্ন করিলেন,—"কি ভাবে চলিলে আমরা বৈষ্ণবাপরাধের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারি? তাহার উত্তরে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু বলিলেন,—দেখুন, গ্রন্থ পড়িয়া বা বিচার করিয়া আমরা বৈষ্ণবাপরাধ হইতে মুক্ত থাকিতে পারিব না। তবে যদি বৈষ্ণবে মমত্ববোধ হয়, তাহা হইলে সহজে আপনা হইতে অপরাধ করিবার মত চিত্তবৃত্তি অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। অপরাধের মূলে থাকে মাৎসর্য্য। মমত্ব বা প্রীতি যেখানে নাই, সেখানেই মাৎসর্য্য। আপন জনের প্রতি মাৎসর্য্য আসে না"

(বৈষ্ণব সেবা প্রবন্ধে গৌড়ীয় ১৯ বর্ষ ৪৩।৪৪ সংখ্যা)

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু ছিলেন দিব্যদ্রষ্টা। তিনি ১০ বছর পূর্বে যে উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীপুরী গোস্বামীর পরবর্ত্তী জীবনে ঘটিল। যাঁহারা তাঁহাকে আচার্য্য বলিয়া সম্মান করিতেছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে ভ্রম প্রমাদযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন। শ্রীপুরী গোস্বামীর নিত্যসিদ্ধ বৈষ্ণবগুণ, আচার ব্যবহার, যাহা দেখিয়া জনসাধারণ আকৃষ্ট হইতেন, তাহাতে ব্যতিক্রম দেখা গেল অর্থাৎ তিনি তাহা গোপন করিলেন। তখন তিনি গৌড়ীয় মিশন হইতে অব্যাহতি লইলেন। শ্রীভক্তিসুধাকর প্রভুর ভবিষ্যদ্-বাণী অনুসরণ করিয়া যাঁহারা শ্রীআচার্যদেবের অনুগত ছিলেন, তাঁহারা (শ্রীআচার্য্যদেব পুরীগোস্বামী ১৯৪৮ সালে যখন বিবাহলীলা

করিলেন।) সন্দেহে পড়িলেন না। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর একটি বাণী তাঁহাদের কর্ণে ঝঙ্কৃত হইল "গুরুবৈষ্ণবের ব্যক্তিত্বের প্রতি যাঁহার একটা ব্যক্তিগত টান থাকে, তিনি বাস্তব সুফল পাইবেন। টানটা ব্যক্তিগত জিনিষ। গ্রন্থ পড়িয়া বা বিচার করিয়া আমরা বৈষ্ণব অপরাধ হইতে মুক্ত থাকিতে পারিব না। তবে যদি বৈষ্ণবে মমত্ব বোধ হয়, তাহা হইলে সহজে আপনা হইতে অপরাধ করিবার মত চিত্তবৃত্তি অন্তর্হিত হইয়া যাইবে"। যাঁহাদের কর্ণে এই সঞ্জীবনী বাণী প্রবেশ করিয়াছে তাঁহাদের চিত্ত (শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর শ্রীল আচার্যদেবের প্রতি যেরূপ ব্যক্তিগত টান বা মমতা ছিল,) সেইরূপ শ্রীভক্তিসুধাকর প্রভুর প্রতি অভিনিবিষ্ট।

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর সম্বন্ধে শ্রীপুরীগোস্বামীর অভিমত

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল পুরীগোস্বামী বলিয়াছেন—"শ্রীভক্তি সুধাকর প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের নিজজন। শ্রীল প্রভুপাদ পদ্ম নিত্য এবং তাঁহার নিজজনও নিত্য। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়তম জন—ইহা যেরূপ সত্য, আবার ভক্তিসুধাকর প্রভু, প্রভুপাদের প্রিয়জন—ইহাও সেইরূপ সত্য। শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তনে নিত্যকাল শ্রীনিত্যানন্দ নৃত্য করিতেছেন, সেখানে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু আছেন, শ্রীগদাধর আছেন, শ্রীভক্তিবিনোদ—শ্রীগৌরকিশোর—শ্রীল প্রভুপাদ ও তাঁহার পশ্চাতে ভক্তিসুধাকর প্রভু আছেন। ১৯২৫ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত

অসমোর্দ্ধ সেবাদর্শ তিনি প্রকট করিয়াছেন।

(১৮ বর্ষ গৌড়ীয় ৩২ সংখ্যা)

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু বলিয়াছিলেন, শ্রীপঞ্চতত্ত্বের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর যেইরূপ সম্পর্ক, শ্রীল প্রভুপাদের সহিত শ্রীল আচার্য-দেবের সেইরূপ সম্পর্ক।

(শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত বাণীবিগ্রহ গ্রন্থ)

সম্প্রদায় শোধনের জন্য প্রবন্ধ প্রকাশ

শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরীগোস্বামীর নির্দেশে গৌড়ীয়ে অনেক ভজন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ' ১০ম খণ্ড ১২শ সংখ্যা, 'মাধুকরী ভৈক্ষ্য' ১১শ খণ্ড ২৩ সংখ্যা, 'বেণু ও বপু' ১৩শ খণ্ড ১৯ সংখ্যা, 'সেবার খতিয়ান' ১৩শ খণ্ড ২৬ সংখ্যা, 'বড় আমি ও ভাল আমি' ১৪শ খণ্ড ২৫সংখ্যা, 'অন্তরঙ্গ' ১৫শ খণ্ড ১৭সংখ্যা, 'স্ত্রী সম্ভাষণ' ১৫শ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা (৬৮৪ পৃষ্ঠা) প্রকাশ করাইয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরীগোস্বামী শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট অনুসরণ করিয়া ১৬শ বর্ষ হইতে ২৪ বর্ষ (খণ্ড) গৌড়ীয়ের মধ্যে সম্প্রদায়কে শোধন করিবার জন্য 'অকাল ভেকে সর্বনাশ', 'দিল ও দিমাগ,' 'তুমি আমা হইতে কিসে বড়', 'গুণ্ডিচা-মার্জন বা নামহট্ট শতমুখী', 'গাধা পিটাইয়া ঘোড়া করা যায় না' ইত্যাদি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া সম্প্রদায়কে শোধন করিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন। ২৩ বৎসর গৌড়ীয়ে 'অধিকার নির্ণয়" প্রবন্ধ প্রকাশ করাইয়া সাধকগণকে সতর্ক করিয়া

স্ব স্ব অধিকারে থাকিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরীগোস্বামী ১৯৪৭ সালে শ্রী সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুকে (তদানীন্তন গৌড়ীয় মিশনের সেক্রেটারী মহোদয়কে একটি পত্র লিখিয়া গৌড়ীয় মিশনের দায়িত্ব তাহাকে গ্রহণ করিতে নিবেদন জানাইয়াছিলেন, তাহা পরে প্রকাশিত হইল। আপনারা উক্ত পত্র সহ ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি ইংরাজী পত্র পরে পাঠ করিলে শ্রীল পুরীগোস্বামী ঠাকুর গৌড়ীয় মিশনকে স্বরূপগত ও তটস্থগতভাবে সুরক্ষা করিবার জন্য কিভাবে প্রয়াসী ছিলেন তাহা অনুভব করিতে পারিবেন। শ্রীল পুরীগোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া ভজন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। মিশনের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে বৃন্দাবন হইতে ফিরাইয়া আনিলেন কিন্তু তিনি মিশনে না থাকিয়া শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট, গোস্বামী-গ্রন্থ-সেবা করিতে পারেন ইহা চিন্তা করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিলেন। তিনি বৃন্দাবনে থাকিয়া ৬৫টি গোস্বামী গ্রন্থের শুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করিলেন। ভক্তগণই এই সংস্করণকে শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন।

শ্রীল পুরীগোস্বামী শ্রীল প্রভুপাদকে অনুসরণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের গৌড়ীয় মিশনকে শুদ্ধভাবে সংস্কার করিতে যত্ন করিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটি পত্রে তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের কয়েকটি পত্র—

শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকটের ২০ দিন পূর্বে পত্র দিয়াছিলেন, তাহা ১৬ বৎসরের গৌড়ীয় ২০-২১শ সংখ্যার ৩৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য, (নিম্নে উল্লেখ করা হইতেছে)

কলিকাতা গৌড়ীয় মঠ, ৯-১২-৩৬

"শ্রীব্রজমণ্ডলে বাস করা আমার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ঘরোয়া মনোমালিন্যের কথা চিন্তা করিয়া সে আশায় ছাই পড়িয়া যাইতেছে। ভগবদিচ্ছায় গোলোক বৈকুণ্ঠের কোন কথাই এ দেশে কাহারো ভাল লাগিতেছে না। তাহারা এ দেশে রাংতা পাইয়া থাকিতে চাহে ও তাহাকে সোনা বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। তাহারা "অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু" ধুয়া গাইবে। বিষয় কাজ করিবার ও অহংকারে স্থিত হইবার অনেক ক্ষেত্রই গড়িয়াছিল।"

অন্য একটি পত্র ২১শে মার্চ ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ শ্রীল প্রভুপাদ লিখিতেছেন—"যে সকল পাষণ্ডের অর্থলোভ আছে, অর্থাৎ যাহাদের অর্থ ভিক্ষা করিয়া উহা লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাশা ও কনক কামিনী চেষ্টায় নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা আছে, আশীর্বাদ করিও যেন সে সকল পাষণ্ডের মুখ দর্শন আমার জীবনের শেষ কয়েকটি দিন করিতে না হয়। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।"

শ্রীল প্রভুপাদ ২০-১০-১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি পত্রে লিখিয়াছেন "যিনি অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞানের অপব্যবহার করিবার মানসে কপটতার বশবর্তী হইয়া গৌড়ীয় মঠে আনুগত্য স্বীকার করেন তাহার সহিত গৌড়ীয় মঠের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না বা নাই। যে রূপ যাত্রা দলের অভিনয়ে বাস্তব সত্যের অভাব লক্ষিত হয় তদ্রূপ।"

(পত্রাবলী)

শ্রীল প্রভুপাদ বোম্বে হইতে ১৯৩৩ সালে আর একটি পত্র লিখিয়াছিলেন – "যে সকল সন্ন্যাসী বাবুগিরি করিবেন না তাহা-

দিগকে গৌড়ীয় মঠে সন্ন্যাসী বলিয়া যত্ন করিতে হইবে, বাকীগুলোকে ঘরে ছাড়িয়া দিতে হইবে। তাহাতে আমাদের লোক কমিয়া যায় সেও ভাল। যে সকল শিশ্নোদর পরায়ণ ব্যক্তি মঠে আশ্রয় লইয়াছে, তাহাদিগকে একবারে বিদায় করিলে মঠের খরচ কমিয়া যাইবে।"

শ্রীল পুরী গোস্বামী দশবছর কাল শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট সকলকে বুঝাইয়া ছিলেন। তিনি শেষে গৌড়ীয় মিশনের সেক্রেটারীকে ও শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজকে মিশনের দায়িত্ব দিয়া নিজে গৃহস্থ হইতে মনস্থ করিলেন। শ্রীল আচার্যদেব পুরী গোস্বামী ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এলাহবাদের স্বধাম গত অতুলচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী প্রণতি দেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। এই বিবাহের মধ্যস্থ হইয়াছিলেন বিশিষ্ট এ্যাড্‌ভোকেট শ্রীসুপতিরঞ্জন নাগ। শ্রীল পুরী গোস্বামীর এই বিবাহ সম্বন্ধে অনেকের অশ্রদ্ধা হইয়াছিল।

এখন কয়েকটি প্রশ্ন হইবে

প্রথম প্রশ্ন ঃ শ্রীল পুরী গোস্বামী সন্ন্যাসবেশ লইয়া পুনঃ গৃহস্থ বেশে বিবাহ করিবার দ্বারা পতিত বান্তাশী হইলেন না কি ?

ইহার উত্তরে শাস্ত্র বলেন, -

"যঃ প্রব্রজ্য গৃহাৎ পূর্বং ত্রিবর্গাবপনং পুনঃ।
যদি সেবেত তান্ ভিক্ষুঃ স বৈ বান্তাশ্য পত্রপ।"

অর্থাৎ যিনি ত্রিবর্গের একমাত্র বপন ক্ষেত্র স্বরূপ গৃহ হইতে

প্রবজ্যা করিয়া পুনঃ যদি সেই ভিক্ষু গৃহস্থ ধর্মাদির প্রতি আসক্ত হন, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুককে বান্তাশী অর্থাৎ বমন ভোজী নির্লজ্জ বলা হয়। শাস্ত্রে এই অনুশাসন কেবল বর্ণাশ্রমী সন্ন্যাসীগণের প্রতি।

শ্রীপুরী গোস্বামী সাধারণ বর্ণাশ্রমী ছিলেন না। তিনি ছিলেন ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস। যাবালোপনিষদ্ পরমহংসগণের সম্বন্ধে লিখিতেছেন "তাহাদের কার্যকলাপ অপরের অগোচর। তাঁহারা যে কোন আশ্রম গ্রহণের অভিনয় করিতে পারেন, তাঁহারা অব্যক্তলিঙ্গা, অব্যক্তাচারা।"

শ্রীমদ্ ভাগবত একাদশ ১৮ অধ্যায় ২৫ শ্লোকে "ন যহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্" লৌকিক ব্যবহার বেদ প্রতি পাদ্য কর্মকাণ্ডে আসক্তমতি পরমহংসগণ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।" পদ্যাবলী ৬৩ শ্লোকে—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল পরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস দাসানুদাসঃ॥"

অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ নহি। আমি ক্ষত্রিয়-রাজা নই, বৈশ্য নই, শুদ্র নই অথবা ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসী নই; কিন্তু আমি উন্মীলিত (নিত্য স্বতঃ প্রকাশমান) নিখিল পরমানন্দ পূর্ণ অমৃত সমুদ্ররূপ শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসানুদাস বলিয়া পরিচয় দিই।

এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীবিশ্বনাথকৃত "শ্রীরাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা'য় "শ্রুতি-

স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র বিধিং বিনা" শ্লোকের বিচার দ্রষ্টব্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীসনাতন শিক্ষায়—

"লোভে ব্রজবাসী ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যখণ্ডে ১২ অধ্যায় ১৫৩ এর অনুভাষ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"যাহারা শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ তাহাদিগকে শাস্ত্রযুক্তি প্রদর্শন করাইলে তাহারা স্বীকার করেন না।" শ্রীভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামীকে যখন প্রশ্ন করা হইল—"আপনি গৃহস্থ আশ্রম গ্রহণ করিলেন কেন?" এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্বয়ং যে পত্র দিয়াছিলেন ও তার মীমাংসা শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভু যাহা পত্রে লিখিয়াছিলেন এই দুইখানি পত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

বিবাহ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের পত্র

শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভো!

আমার দণ্ডবৎ প্রণাম গ্রহণ করিতে প্রার্থনা। আমি গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছি, যেন যোষিৎ সঙ্গী না হই ইহাই প্রার্থনা। "স্থির হইয়া ঘরে যাও না হও বাতুল। ক্রমে ক্রমে পায় জীব ভব সিন্ধুকূল ॥" "অন্তরে নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার। অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥"—ইহা যেন অনুসরণ করিতে পারি। আমি বৈষ্ণবের মত না হইয়া বিষয়ীর মত থাকিতে চাই। শ্রীশ্রীগোস্বামী গ্রন্থ ও বৈষ্ণব মঞ্জুষা ও অন্যান্য গ্রন্থ যে রূপ চলিতেছে সেই রূপই থাকিবে। ঈশ্বর ইচ্ছায় আমার জীবন

নূতন ধারায় প্রবাহিত হইতে পারে। কিছু সময়ের জন্য শ্রীশ্রী প্রহ্লাদ, শ্রীঅক্রুর, শ্রীমুচুকুন্দের স্তব ও বন্দন বর্ত্তমান অবস্থায় আমার হৃদয় স্পর্শ করে। আমি আগামী কল্য (৩০।৭।৪৯) শ্রীশ্রী-মাধ্ব ব্রাহ্মণ (পুরোহিত), সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও মাধ্ব পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া গার্হস্থ্য জীবন উদ্দেশ্যে উপযুক্তা কন্যা (শ্রীমতী প্রণতি) র পাণিগ্রহণ করিব। (১) যেন সর্বভূতে পুরুষ বা অন্ত-র্যামী নারায়ণের অধিষ্ঠান জানিয়া যথাযোগ্য মান দান ও দয়া প্রদর্শন করিতে পারি। (১) যথালাভে সন্তোষ। (৩) ঈশ্বর উপাসনা অর্থাৎ বিষ্ণু প্রতিমায় অর্থানুকূল্য বিধান। (৪) নিজের যাবতীয় সুকর্ম ও দুষ্কর্ম শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দকে সমর্পণ অর্থাৎ সর্বাগ্রে সর্বদা তাহাদের উভয়কে নিজের ও অন্যের যাবতীয় প্রাণীগণের প্রযোজক কর্ত্তারূপে সর্বক্ষণ চিন্তন।

এই কয়েকটি বিষয় যেন কোন মুহূর্তে পরিত্যাগ না করি। ইহাতে আপনা হইতে অসৎ বিষয় চিন্তন বিনাশ পাইতে থাকিবে ও সর্বেন্দ্রিয়ে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের প্রতি সেবোন্মুখতা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

"এই কৃপা কর মোরে প্রভু গৌরহরি।
নিত্যানন্দ সঙ্গে যেন তোমা না পাসরি॥"

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের এই উক্তি—"এমন নির্ঘৃণ্য মোরে কেবা দয়া করে, একা নিত্যানন্দ বিনা জগত মাঝারে" এবং "ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নামরে, যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে।" এই উক্তি ত্রয়ই আমার বাকী জীবনের

অনুসরণীয় হউক্—ইহাই সর্ব বৈষ্ণব চরণে নিতান্ত প্রার্থনা। শ্রীশ্রী-নিতাই গৌর সীতানাথের কৃপা ও সেবা ব্যতীত ব্রজবাস যুগলপ্রাপ্তি কোন সময়ে হইবে না বা সম্পূর্ণ অসম্ভব। গৌর আনা প্রভু ও গৌর দাতা প্রভুদ্বয়ের কৃপাই আমার আশা, ভরসা। দৃঢ় অধ্যবসায় ও ক্রমপথে মহতের কৃপাভিষেকে অভিষিক্ত যেন কোনদিন হইতে পারি ইহাই সকল বৈষ্ণব চরণে প্রার্থনা। ইতি—

শ্রীপুরীদাস।

শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভুর শ্রীপাদ শিবদবাস্তব প্রভুর নিকট পত্র

শ্রীপাদ শিবদবাস্তব প্রভো!

কৃপাপূর্বক আমার অসংখ্য প্রণতি গ্রহণ করিবেন। আপনি শুনিয়া নিশ্চয়ই সুখী হইবেন যে, পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেব বিদ্বেষী, নিন্দুক, প্রচ্ছন্ন নিন্দুক, প্রচ্ছন্ন সংশয়াত্মা ব্যক্তিগণের ব্যক্ত ও গুপ্ত অশ্রদ্ধাকে নগ্না করিবার জন্য শিষ্যাভিমানী ব্যক্তিগণের প্রকৃত শাস্ত্রীয় পথ শিক্ষা ও পরীক্ষার জন্য সতীর্থ অভিমানী স্ত্রী পুরুষগণের কঠোর পরীক্ষা এবং কাহারও কাহারও আন্তরিক উল্লাস বর্দ্ধনের জন্য তথা বাধ্যতামূলক ব্রহ্মচর্য ও অশাস্ত্রীয় সন্ন্যাস ছলনার অকর্মন্যতা প্রদর্শ-নের জন্য লক্ষ লক্ষ সমালোচকগণের বাক্যবাণ বরণ ও প্রতিষ্ঠা (চণ্ডা-লিনী) কে নির্ভীকভাবে পদাঘাত করিয়া গত ১৪ই শ্রাবণ ৩০।৭।৪৯ তারিখ শনিবার প্রয়াগধামে বৈষ্ণব মণ্ডলীর সমক্ষে গঙ্গাকূলে মাধ্ব ব্রাহ্মণের পৌরহিত্যে শ্রীশ্রীসংক্রিয়া সার দীপিকা বিধান মতে উপযুক্তা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া পরমহংস পথের অধিকারী শ্রীশ্রীল গুরুদেবের

সন্ন্যাসলীলা ও বিবাহলীলা বাহ্যিকভাবে সমান—ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

পরিণত বয়সে এই প্রকার বিবাহলীলা এক সময় শ্রীগুরুতত্ত্বের মূল পুরুষ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, আচার্য বৈষ্ণবানন্দ, যিনি সন্ন্যাস-লীলায় শ্রীল রঘুনাথপুরী নামে খ্যাত ছিলেন, তৎপরে শ্রীশ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য প্রভু, শ্রীশ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু, শ্রীরসিকানন্দ প্রভু প্রমুখ গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্যবৃন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। "কামুকা পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ।"—অনুসারে জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে অপরাধের নিদর্শন শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীশ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন দাস মহাশয়ের ভাষায়—

"মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিনু তোমারে॥"

*

"ভাগবত পড়িয়া ও কাহারো বুদ্ধি নাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে যাইবেক নাশ॥" ইত্যাদি—

আচার্য বৈষ্ণবানন্দ (শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ) পরে বহির্ম্মুখ লোক সন্ন্যাসাশ্রম হইতে পতিত ভ্রষ্ট মনে করিবে, এইজন্য গোস্বামী শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ঠাকুর, শ্রীকবি-কর্ণপুর তাঁহাকে আচার্য ভাগবত বলিয়া শ্রীশ্রীগৌরগণের মধ্যে গণনা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুকে তাঁহার শিষ্য-ব্রুব শ্রীল রূপ কবিরাজ, মনোহর দাস প্রভৃতি স্খলিত পদ

বলিয়া নিন্দা করিতে ত্রুটি করেন নাই এবং তাহার প্রতিধ্বনি বর্ত্তমান কালে দীনেশ সেন বঙ্গভাষা সাহিত্যে, এই কিছুদিন পূর্বে মাদ্রাজের এক হিন্দু দৈনিক পত্রিকার জনৈক ব্যক্তি অম্লান বদনে বলিয়াছিলেন কিন্তু শ্রীশ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্যের এই বিবাহলীলা দেখিয়া তাঁর শিষ্য শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের চিত্তবৃত্তি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় নাই। এই স্থানে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীরামচন্দ্রপুরীর মধ্যে পার্থক্য। শ্রীরামচন্দ্রপুরী মহাভাগবত শিরোমণি শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ তথা স্বয়ং শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ছিদ্র দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিচার আমার গুরু ও গৌরাঙ্গ অত্যন্ত ভাল। শ্রীলরঘুনন্দন, শ্রীল গদাধর দাস ঠাকুর, নরহরি সরকার ঠাকুর প্রভৃতি গৌরপার্ষদগণ আচার্য প্রভুর বিবাহের উদ্যোক্তা ছিলেন, এবং শ্রীবীরহাম্বীর, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি শিষ্যবৃন্দ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের দুইবার বিবাহ উৎসবের ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। এই বিবাহের পূর্বেই শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুকে আচার্য পদবী প্রদান করিয়াছিলেন এবং শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্যের প্রথম সন্তান অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম স্বয়ং শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীবৃন্দাবন দাস রাখিয়াছিলেন। এমন শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুকে অপরাধী শিষ্যব্রুব মনোহর দাস, রূপ কবিরাজ প্রভৃতি স্খলিত পদ বলিয়া বলিয়াছিলেন, সেই আচার্য প্রভুর অপ্রকট লীলা আবিষ্কারের পর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বিলাপ পূর্বক গাহিয়াছিলেন—

"যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেল আচার্য ঠাকুর"॥

বৈষ্ণব ইতিহাসের পাঠকগণ শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর বিবাহের এবং তৎশিষ্য শ্রীরসিকানন্দদেবের সেই গুরুপাদপদ্মের বিবাহ উৎসবের আদর ও সেবার কথা জানেন, শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু নিজ পত্নী দ্রৌপদী ও গৌরাঙ্গপ্রিয়াকে দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। এরফলে শ্বশুর মহাশয়, দ্রৌপদীদেবী, গৌরাঙ্গপ্রিয়ার শ্রীল আচার্য-প্রভুর নিকট কোনকালে মর্ত্ত্যবুদ্ধির অবকাশ হয় নাই।

যাঁহারা রক্তমাংস লইয়া সর্বদা ব্যস্ত, যাঁহাদের চিত্ত সর্বদা লিঙ্গ, গুহ্য, নাভিমণ্ডল পরিক্রমা করিতেছে অর্থাৎ যাঁহারা উদর উপস্থকে সর্বদা ধ্যান করেন, তাঁহারা শ্রীশ্রীগুরুদেবের ও শ্রীশ্রীভগবানের বিবাহ-লীলা বুঝিতে পারেন নাই। উর্দ্ধরেতাগণের অগ্রণী শ্রীবজ্রাঙ্গজী শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহলীলার তাৎপর্যে চমৎকৃত হইয়া তাঁহার দাসত্ব বরণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীনারদগোস্বামী শ্রীশ্রীদ্বারকেশের বিবাহলীলার উৎকর্ষতা, চমৎকারিতা দর্শনের জন্য দ্বারকায় বাস করিয়াছিলেন।

ভক্ত ও ভগবানের উৎসবে যোগদান করিলে মায়া বন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। ইহা শাস্ত্রকারগণ উর্দ্ধবাহু হইয়া বর্ণন ও কীর্ত্তন করিয়াছেন। আজ এই পর্যন্ত। আপনি কৃপাপূর্বক এই সমস্ত কথা শ্রদ্ধালু গৃহস্থ ও অগৃহস্থ সেবকগণকে জানাইয়া দিবেন।

ইতি—

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীসুন্দরানন্দ দাস।

শ্রীশ্রীপুরীগোস্বামী গৃহস্থাশ্রম কেন গ্রহণ করিলেন? তাহার উত্তরে তিনি আরও বলিয়াছিলেন—

"অপক্কাবস্থায় গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী সাজিয়া গোপনে ভোগস্পৃহা চরিতার্থ করা অপেক্ষা রজঃ তমো গুণাক্রান্ত প্রবৃত্তি মার্গীর পক্ষে গৃহস্থ হইয়া কর্মপন্থাই যে শ্রেয়স্কর ইহা মিশনের ত্যাগীগণকে বুঝাইয়া গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করিতে উপদেশ দিয়াছিলাম, কিন্তু মিশনের এত সুখ সুবিধা ছাড়িয়া কেহ গৃহস্থ হইতে রাজি হইলেন না, পরন্তু আমি মিশন ভাঙ্গিয়া দিতে যাইতেছি বলিয়া আমার প্রতি দোষারোপ করিতেছেন। আমি মিশনের অনেক আভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধনের চেষ্টা করিলাম; কারণ সরাগ বক্তা আচরণহীন বক্তা) দ্বারা শ্রোতার মঙ্গল লাভ অসম্ভব। নীরাগ না হইলে শ্রোতার হৃদয়গ্রন্থি ছেদনের শক্তি থাকে না। অন্তর্যামী দৃষ্টিতে ভূতাদর না করিয়া ত্যাগী হইলে কি লাভ? হরি-সেবার ছলনায় অসৎ ব্যক্তির উপার্জিত বিত্ত বা অশুল্ক বিত্ত গ্রহণের দ্বারা সাধকের হৃদয়ে নানা বাসনা সঞ্চারিত হইয়া চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়"।

(উৎকল ভাষায় প্রকাশিত 'শ্রীল পুরীগোস্বামী ঠাকুর' গ্রন্থ)

শ্রীল প্রভুপাদের ভবিষ্যদ্বাণী

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ধানবাদে প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন অনন্ত বাসুদেব (শ্রীভক্তিপ্রসাদ পুরীগোস্বামী)। শ্রীল প্রভুপাদ ধানবাদ হইতে ট্রেনে ফিরিবার সময় একটি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

তাহা শ্রীল অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ (শ্রীল পুরীগোস্বামী) "সরস্বতী জয়শ্রী" ১০৮ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

"ধানবাদ হইতে ট্রেনে কলিকাতা ফিরিবার সময় শ্রীল প্রভুপাদ আমার হাত দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে,—"আমার বিবাহযোগ নাই"। এখন শ্রীল প্রভুপাদের এই ভবিষ্যদ্বাণীটিকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না ইহার মধ্যে কি তাৎপর্য আছে তাহা এখন সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। শ্রীপুরীগোস্বামী ১৯৪৮ সালে বিবাহ করিলেন, মাত্র ১৯২১ সালে অর্থাৎ ২৭ বছর পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদ এই কথাই বলিয়াছিলেন। শ্রীল পুরীগোস্বামীর বিবাহ কর্মফল বাধ্য জীবের বিবাহ নয়, ইহাই বিবাহলীলা। শ্রীল প্রভুপাদের বাণীতে ভ্রম-প্রমাদ ছিল না। তাঁহার আর্য-বিজ্ঞ বাক্যের তাৎপর্য এখন অনুভূত হইতেছে।

শ্রীল পুরীগোস্বামীর বিবাহ হয় নাই। ইহা তাঁহার অভিনয় মাত্র, ইহা শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য প্রশিষ্যগণ স্বীকার করিবেন, অধিক লিখা বাহুল্য মাত্র। তাঁহার একমাত্র পুত্র অচ্যুতমাধব কয়েক মাস জীবিত ছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগান্তে শ্রীপুরীগোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের ভবিষ্যদ্বাণীকে স্বীকার করিলে এসব শ্রীল পুরীগোস্বামীর লীলা মাত্র বলিতে হইবে। নচেৎ শ্রীল প্রভুপাদের বাণীকে ভ্রম বলিতে হইবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন :—

শ্রীল পুরীগোস্বামী গৌড়ীয় মিশনকে ভেঙ্গে দিলেন নাকি ?

তাহার উত্তরে শ্রীল পুরীগোস্বামী এলাহাবাদ হইতে ও মথুরা

হইতে ২খানি পত্রে গৌড়ীয় মিশনের সুপরিচালনা ও সংরক্ষণ করিবার জন্য যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মিশন সংরক্ষণের জন্য পত্র

শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের শ্রীহস্তলিখিত একটি পত্র -

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

এলাহাবাদ
১৩ই অক্টোবর
১৯৪৭

শ্রীল সুন্দরানন্দ প্রভো !

আমার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ কৃপা পূর্বক গ্রহণ করিবেন এবং বৈষ্ণব-বৃন্দকে জানাইবেন।

আজ একটি গুরুতর বিষয়ে আপনার দায়িত্ব গ্রহণ কামনা করিয়া এই পত্র লিখিতেছি। আশাকরি আপনি নিজের সম্পূর্ণ বৈষ্ণবোচিত অধিকার ও অপর বহু উপাসকের অবস্থা ও অধিকার বিচার বিবেচনা এবং ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত অবস্থা বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া এই দায়িত্বটুকু গ্রহণ করিয়া আমাকে সুখী ও নিশ্চিন্ত করিতে দ্বিধা করিবেন না।

আপনি জানেন, মিশনের বহু প্রবৃত্তি পরায়ণ সেবকাভিমানীগণ বহুদিন পরে বর্ত্তমান মুখোস খুলিয়া ফেলিয়া স্বতন্ত্রভাবে বৈধ বা অবৈধ জীবন যাপন করিবার জন্য মিশন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। আবার বহু দৈহিক, মানসিক শক্তি সামর্থহীন (তন্মধ্যে কেহ কেহ ভাল লোকও আছেন) ব্যক্তিও অনিশ্চিত মনোভাব ও

আকাঙ্খার ভিতরে থাকিয়া মিশনে বাস করিতেছেন। মিশনের বহু শাখা মঠে শ্রীবিগ্রহ সেবা পূজার বাহ্য আচরণ (বিশেষতঃ বহির্মুখ জনপূর্ণ বৃহৎ শহর সমূহে বা কলির ব্রহ্মাণ্ড সমূহে) বজায় রাখিবার উপযুক্ত সেবক সংখ্যার নিতান্ত অভাব এবং নিজেদের চিকিৎসাদি ও উৎসবাদির নানাবিধ বিরাট ব্যয়ের সংকুলান করা ও ভারতের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে প্রায় দিন দিনই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে।

এমতাবস্থায় মিশনের আকৃতি প্রকৃতিরূপ স্বরূপ লক্ষণ ও শ্রীহরি গুরু বৈষ্ণবের সেবা সুখানুসন্ধান চেষ্টারূপ তটস্থ লক্ষণ (যতটা সম্ভব) বজায় রাখা নিতান্ত আবশ্যক। যাঁহারা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইতে পারেন নাই বা শ্রীপ্রহ্লাদের ভাষায় পূর্ণ শরণাগত হইয়া "বন" গমন করিতে বা বৃক্ষতলবাসী বা বিবিক্ত একাকী নির্জন ভজন নিপুণ হইতে পারেন নাই ; কিন্তু কেহ কেহ "সুনিষ্ঠ" কেহ কেহ পরিনিষ্ঠিত হইয়া শ্রীভগবানের উপাসনা করিতে নিষ্কপট অভিলাষ যুক্ত অর্থাৎ একাকী নির্জন ভজনের অধিকারী হন নাই অথচ স্ব-স্ব অধিকারানুযায়ী সংঘ মধ্যে নিষ্কপট অন্যাভিলাষ শূন্য অথচ হৃদয় দৌর্বল্য যুক্ত নিজ নিজ ভজন উন্নতি প্রয়াসী সাধু স্বজাতীয়াশয় সেবকগণের সংগে থাকিতে অভিলাষী, তাদের জন্যই এইরূপ মিশনের আকার রাখা অত্যাবশ্যক, ইহাতে বোধকরি আপনিও একমত হইবেন। আপনার শ্রীচরণে আমার নিবেদন জানাইবার কারণ এই যে, আপনার বর্ত্তমান পারিবারিক, শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এবং বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে কলিকাতা মঠে স্থায়ীভাবে বা সাময়িকভাবেও অবস্থান বা বাস করিবার প্রয়োজন বা আবশ্যকতা যদি অন্তরের সহিত অনুভব করেন

এবং কলিকাতা মঠটি কু-বাবুকে আদৌ সমর্পণ করিতে যদি আন্তরিক ভাবে সম্পূর্ণ অসম্মত বা অনিচ্ছুক হন, তাহা হইলে আমার আপনার শ্রীচরণে নিবেদন—শ্রীপাদ ঔড়ুলোমি মহারাজ, শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাসজী, শ্রীপাদ বিদ্যালঙ্কারজী, শ্রীরূপবিলাসজী প্রভৃতির সহ-যোগিতায় মিশনের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সাক্ষাৎভাবে নিজদেহ বা অর্থ ব্যতীতই শুধু কর্ণ, জিহ্বা, হস্ত ও বাক্য এবং বুদ্ধি ও মনের দ্বারা মিশনকে যথাসাধ্য ত্রুটি না করিয়া পরিচালনা করুন। আপনাকে সকল সময় সাক্ষাদ্‌ভাবে শরীর দিয়া কার্য করিতে হইবে না। শুধু আদেশ, নির্দেশ, অনুমতি, অনুমোদন প্রভৃতি দ্বারা পরিচালন করিয়া সমূহের দায়িত্ব লইতে প্রার্থনা জানাইতেছি। তাহা হইলেই যথেষ্ট। আপনার অনুগমন ও সহায়তাদি করিবার নিমিত্ত শ্রীমহারাজ প্রভৃতি এবং বিশেষতঃ শ্রীসজ্জন সুহৃদজী প্রভৃতি সেক্রেটারী অফিসের সেবকবর্গ সর্বতোভাবে প্রস্তুত আছেন শুনিয়াছি ও বিশ্বাস করি। যদি চুচুঁড়ায় বাড়ী কিনিয়া বা ভাড়া করিয়া থাকেন এবং দৈহিক কারণ বশতঃ কলিকাতা মঠে স্বয়ং অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলেও আপনার পরিচালনে পারমার্থিক মিশনের পরিচালন কার্য অনেকটা সুষ্ঠুভাবে চলিতে থাকিবে।

দ্বিতীয় নিবেদন এই যে, মিশনের পূর্ব লিখিত স্বরূপ লক্ষণ যথাসাধ্য চলিলেও তটস্থ লক্ষণ বজায় রাখিবার জন্য আপনার সহ-যোগীগণের দ্বারা মধ্যে মধ্যে পারমার্থিক (শ্রীনামহট্টের গুটিরূপ নিবেদন বা ঘোষণা পত্রের প্রচার রূপ) কার্য বজায় রাখা নিতান্ত আবশ্যক মনে করি। এই শ্রুত কথার অনুকীর্ত্তন কার্যটি মিশন

হইতে চালাইলে বহু ভাল লোকের নিজ নিজ অধিকার উন্নতির সুযোগ সুবিধা লাভ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ; নচেৎ শ্রীহরিকথার অনুকীর্ত্তন বন্ধ হইয়া মিশন একেবারে বৈতালিক মহারম্ভ মহাকর্ম্ম-কাণ্ডের অচেতনের রজ-তমোময় প্রতিষ্ঠান রূপে পর্যবসিত হইবে। মুক্তি বা সংসার ক্ষয়ের দিকে গতিরুদ্ধ হইয়া বন্ধ হইবে। সকলের দ্বারা এক মূল উদ্দেশ্য সহযোগিতামূলে চলিলে আপনার পক্ষে কার্য করা অনেকটা সুবিধাজনক হইবে।

শ্রীগুরু-গোস্বামীবর্গের গ্রন্থ মুদ্রন প্রকাশ ব্যাপারটা নিজস্ব থাকিবে। তাহা মিশনের গ্রন্থ বিভাগের বহির্ভূত।

শ্রীল তীর্থ মহারাজের পরমায়ু সংক্ষেপ ও তদ্ধেতু বার্দ্ধক্য জনিত অসমর্থ হইয়া আসিতেছে এবং চির বঞ্চিত হতভাগ্য আমার অভীষ্ট সিদ্ধি প্রাপ্তির নিমিত্ত চিত্ত প্রায়ই উদ্‌বেলিত হওয়ায় নিজ অতীব ঘৃণা ও দুর্দ্দৈব স্মরণ করিয়া প্রতিক্ষণ মর্মাহত হইতেছি এবং শ্রীবলি মহারাজের 'তম প্রসীদ' শ্লোকটির অনুসরণ করিতে বড়ই উৎকণ্ঠা জাগিতেছে। শ্রীমান অচ্যুতকে আমার আন্তরিক স্নেহ জানাইবেন।

নিবেদন ইতি

শ্রীভক্তি প্রসাদ পুরী

Letter of Shri Shrila Acharyadev
Dated 19th Nov. 1948 from
Bishramghat gaudiya Math.
Mathura.

All Glory to Shri Shri Guru and Gouranga

My dear Manmath mohanjee,

I, however, wish that all Maths in the Mission and the secretary office must have unity of purpose, cohesion and practical mutual good will and harmony in serving the Mission, otherwise any disunity or discord or mutual non co operation and independence in serving ones' own end at the expense of the Mission's interest on the whole will bring ruin and disaster to discredit of the member of the Mission as well as the secretary office. Just as in an organic body all parts and limbs must have mutual link, connection, co-operation, harmony and sympathy with one another and amongst all parts themselves, through the circulation of blood and through action of nerves throughout the body from the top to toe.

Similarity all the members, all the Maths of the Mission as well as Secretary office under the direction of the Governing body should have mutual unity of purpose, cohesion, co-operation and harmony towards disinterested service of Shri Shri Guru and Gouranga i. e. Shri Shri Hari, Guru and Vaishnabas and Bhagabat Dharma and all the matters relating to them.

This alone should be the aim and object of all the members of Mission, whether grihastas and non-grihastas by their actual practice and not by tongue or pen and paper alone.

I hope in my present state of health I shall not be compelled to write you further on this matter,

Yours,
Shri Puri Das.

(উপরিউক্ত দুইটি পত্র "আচার্যদেব শ্রীপুরী গোস্বামী" গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত)

শ্রীভক্তি প্রসাদ পুরীগোস্বামী মিশনের প্রত্যেক সেবাকাজে শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামীপাদের 'ভক্তিসন্দর্ভ'-এর সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন।

তিনি প্রত্যেক সেবকের চিত্তবৃত্তি পরীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন অনেকে কর্মার্পণ অধিকার না হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণব সাজিয়াছেন। তিনি ত্যাগীগণের চিত্তবৃত্তি দুশ্চিকিৎস্য জানিয়া বারম্বার গৌড়ীয় মিশন হইতে শ্রীবৃন্দাবনে ভজন করিতে গিয়াছিলেন।

তৃতীয় প্রশ্ন—

শ্রীল পুরীগোস্বামী তাঁহার গুরু শ্রীল প্রভুপাদকে ত্যাগ করিয়াছিলেন কি? গৌড়ীয় ২৩ বর্ষ ২৯-৩০ সংখ্যা শ্রীল আচার্যদেব "প্রভুপাদ ও ভোগ্যপাদ" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য যথা "শ্রীল প্রভুপাদ সচ্চিদানন্দ বস্তু, কেবল ভকতি সদ্ম। আমাদিগকে শ্রীল প্রভুপাদ দুইটি কথা সর্বদাই কীর্ত্তন করিয়া শিক্ষা দিতেন—'অনয়ারাধিত ইতি রাধা' আর অনয়ামিয়তে ইতি মায়া। 'রাধা' ও 'মায়া' দুইটি প্রতিযোগী শব্দ। সুতরাং প্রভুপাদ প্রতিযোগী যে চিত্তবৃত্তি তাহা মায়াবাদ বা ভোগ্যপাদ। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌর বাণী মূর্ত্তি—তিনি বার্ষভানবীর দয়িত। তিনি শ্রীভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী।"

শ্রীল পুরীগোস্বামী স্বয়ং জানাইয়াছেন যাহা উৎকল ভাষায় লিখিত "শ্রীপুরীগোস্বামী ঠাকুর গ্রন্থে" লিখিত আছে তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল।

শ্রীল প্রভুপাদ অভিন্ন নিত্যানন্দ

আপনারা সকলে জানেন যে শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে (শ্রীপুরীগোস্বামী) শ্রীল রূপ রঘুনাথের কথা কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছিলেন। ইহা ছিল আমার প্রতি তাঁহার শেষ আদেশ"।

(গৌড়ীয় ১৬ বর্ষ ৩২ সংখ্যা, ক্রোড় পত্রে শ্রীশ্রীল ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজের সাক্ষাতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখবাক্য।)

"আমি শ্রীরূপ রঘুনাথের কথা বলায় মিশন ভেঙ্গে যাচ্ছে। বর্ত্তমানে আপনারা বলুন কি করিলে আমার (শ্রীপুরীগোস্বামীর) শ্রীলগুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ পালন হইবে। শ্রীল প্রভুপাদের দোহাই দিয়াও ভক্তি বিরুদ্ধ কাজ মিশনে করা হইতেছে, আমি সে সব কথা প্রশ্রয় না দেওয়াতে সাধনানুরাগীগণের বিচারের বিষয় হইয়াছে। তাহারা স্ব-স্ব অধিকারে যাইতেছে। তবে কি আমি আমার গুরুদেবের আদেশ শ্রীরূপ রঘুনাথের সিদ্ধান্ত না বলিয়া ভক্তি বিরুদ্ধ কথার দ্বারা ভুলাইয়া তাহাদিগকে আকৃষ্ট করাইয়া বিপথগামী করিব?

আমি আমার কার্য্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে মিশনকে রক্ষা করিতে গিয়া শ্রীল প্রভুপাদ তথা শ্রীরূপ সনাতনের চরণে অপরাধী হইতে চাই না"।

মহতের দোষ দর্শন নিষেধ

মহৎ ব্যক্তি স্ব ইষ্টদেবের সেবা চিন্তায় আবিষ্ট, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহারা সর্বক্ষণ অভিনিবিষ্ট। এমতাবস্থায় তাঁহাদের শাস্ত্র বহির্ভূত গর্হিত আচরণ দেখা যায়, এ প্রসঙ্গে শ্রীরূপ গোস্বামীর উক্তি প্রণিধানযোগ্য।

"জনে চেজ্জাতভাবেঽপি বৈগুণ্যমিব দৃশ্যতে।
কার্য্যা তথাপি নাসূয়া কৃতার্থঃ সর্বথৈব সঃ"॥

যথা নারসিংহে—

ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা, ভৃশমলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ।
ন হি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচিত্তিমির পরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ" ॥
ইতি—(শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।৩।৫৯—৬০)

"দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈর্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্ত জনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্‌বুদ ফেন পঙ্কৈর্ব্রহ্মা দ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্মৈঃ"। (শ্রীউপদেশামৃত—৬)

অর্থাৎ ভাবজাত হইয়া থাকা ব্যক্তির কাছে যদি (বাহ্য দুরাচার রূপক) বৈগুণ্যের মত কিছু দেখা যায়, তবুও তাঁহার প্রতি অসূয়া করিবে না। কারণ (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভাব জাত হইয়া থাকিবার দরুন) তিনি সর্বতোভাবে কৃতার্থ হইয়াছেন। শ্রীনৃসিংহ পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, যেমন চন্দ্র শশক চিহ্নের দ্বারা কলঙ্কিত হইলেও কখনো অন্ধকারের নিকট পরাভবের যোগ্য হয় না, সেইরকম ভগবান্ শ্রীহরির কাছে যাঁহার চিত্ত একনিষ্ঠ তাঁহার কাছে প্রচুর মলিনতা দেখা গেলেও তিনি অন্তর্বিরাজমান ভক্তির দ্বারা অন্যদিগকে পরাভব করিয়া শোভা বিস্তার করেন।

জলের ধর্ম বুদ্‌বুদ, ফেন ও পঙ্কের বিদ্যমানতার যোগে যেন গঙ্গা জলের দ্রবব্রহ্মভাব (দ্রবীভূত ব্রহ্মদ্রবত্ব) কদাপি লোপ হয় না, সেইরূপ এই জগতে অবস্থিত শুদ্ধভক্তের স্বভাবে ও দেহে আপাতদৃষ্ট দোষ সমূহ দর্শন করিয়া তাঁহাকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করা অনুচিৎ।

এই সম্পর্কে শ্রীল জীবপাদও উল্লেখ করিয়াছেন—

"বৈষ্ণবপূজকৈস্তু বৈষ্ণবনামাচারোহপি ন বিচারণীয়ঃ"।

(শ্রীভঃ সঃ ২৪৭ অনুঃ)

অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের পূজক বা অনুসরণকারীর পক্ষে তাঁহাদের আচরণের বিষয়ে কোন রকম বিচার করা অনুচিত।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ও শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর এই সমস্ত উক্তি হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, মহতের বাহ্য আচরণে আপাতদোষপ্রতিম কার্য্য দেখা যাইতে পারে। বস্তুতঃ ইহা কর্মফলবাধ্য জীবের প্রারব্ধ—কর্মফল ভোগের মত নহে। শ্রীভরত মহারাজের মৃগশিশুর প্রতি আসক্তির মত কখনো কখনো হ্লাদিনী শক্তি তাঁহার নিজজনকে আপতদোষ প্রতিম কার্য্যে প্রবৃত্ত করান। এই প্রকার আচরণ দ্বারা তাহাদের কোনকিছু ক্ষতি না হইয়া বরং অভিবৃদ্ধিই ঘটিয়া থাকে। ইহা এই আর্ত্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-বর্দ্ধক হইয়া থাকে। অতএব হ্লাদিনী শক্তির ইচ্ছায় চালিত মহৎগণের আপাতদোষ প্রতিম আচরণ ও শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্দ্ধক। যাহা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্দ্ধক তাহা ভক্তিব্যতীত আর কি হইতে পারে? অতএব মহৎগণের উপর্য্যুক্ত অন্যথাচারণও ভক্তিপোষক। যে স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি মহতের এতাদৃশ আচরণে দোষ দর্শন করে সে অপরাধ পঙ্কে নিমজ্জিত হয়।

(শ্রীপুরীদাসগোস্বামী পরিশিষ্ট)

অজাতরতি ভক্তি-মাত্র-কামা ভক্তগণের দোষ দর্শন না করিতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

"বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভি ভূয়তে" ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৪।১৮)

অর্থাৎ হে উদ্ধব! আমার অজিতেন্দ্রিয় ভক্ত বিষয় দ্বারা আকৃষ্ট হইলেও ভক্তিসামর্থ হেতু প্রায়শঃ তাতে অভিভূত হয় না। শ্রীমদ্ভাগবদ্‌ গীতার নবম অধ্যায়ে—৩০শ্লোকে—

"অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতেমামনন্যভাক্।
সাধুরেব সমন্তব্যঃ সম্যগ্‌ ব্যবসিতো হি সঃ" ॥

অতিমর্ত্ত্য লীলা

এতদ্বারা যিনি অন্য কাহাকেও আশ্রয় না করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া সেবা করিয়া থাকেন তিনি সাধু। শ্রীপুরীগোস্বামী ঠাকুরের সম্বন্ধে পূর্বপক্ষ আলোচনা করিলে আমরা দেখি তাহা অতিমর্ত্ত্য লীলা। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন না। পরে স্বয়ং সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে মৃদঙ্গবাদন সহ শ্রীমহামন্ত্র অসংখ্যাত ভাবে করিতেছিলেন, আবার অসংখ্যাত মহামন্ত্র কীর্ত্তন শীঘ্র ফলদায়ক হইবে না বলিয়া, তাহা নিষেধ করিলেন। শ্রীপুরী গোস্বামী ব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয় সম্প্রদায় যথার্থ নহে বলিয়া বলিয়াছিলেন। আবার তিনি যখন সন্ন্যাস লইলেন তখন শ্রীমধ্বাচার্য্যের শ্রীমূর্তির আনুগত্যে সন্ন্যাস লইলেন ও কেবল সৎক্রিয়া সারদীপিকা অবলম্বন না করিয়া মাধ্ব পদ্ধতি অনুযায়ী বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি গঞ্জাম জেলায় শ্রীব্রহ্ম মাধ্ব গৌড়ীয় শ্রবণ সদন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের

নিকট হইতে শ্রীহরিনাম ও দীক্ষা লইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ বলা সত্ত্বেও তিনি শ্রীনিত্যানন্দ ধারা, শ্রীঅদ্বৈত ধারা বা বক্রেশ্বর ধারার ন্যায় কোন ধারা বা পরিবার অন্তর্ভুক্ত নহেন, তিলক বদলাইয়া ইহা জানাইয়াছিলেন। তিনি যে কোন ধারার শিষ্য বা তাঁর কোন ধারা বা পরম্পরা আছে, তাহা তিনি শ্রীগুরুবর্গের জয়দান কালে প্রকাশ না করিয়া শ্রীরূপ রঘুনাথাদি গোস্বামিগণের জয়দান দিতেছিলেন। "বন্দেহহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত পদকমলং শ্রীগুরুন্ বৈষ্ণবাংশ্চ। শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্"– এই বন্দনার মধ্যে 'শ্রীগুরুন্' কথাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, ইহা জয়দানকালে ঘোষণা করিলেন না। তিনি বিবাহের পরে তীব্র ভজন করিলেও বাহিরে তাঁর সহধর্মিণীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতেছিলেন। তিনি মিশন ত্যাগ করিলেও কয়েকজন ভক্তকে লইয়া দলগঠন করিয়াছিলেন ও এইরূপভাবে করিতে বলিয়াছিলেন।

এইরূপভাবে তিনি বহুলীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁর যা কিছু লীলা বা অসামঞ্জস্য মূলক বৈষম্য তাহা কেবল হ্লাদিনী শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া অভিনয় মাত্র করিয়াছিলেন, শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"মহতের লোকদেখানো দুরাচার দেখিয়া যাহারা ডিগ্রী ডিস্‌মিস্ করেন উহারা ভক্তি হইতে বঞ্চিত। তাঁহাদিগকে মাপিতে চেষ্টা করিলেও অপরাধ হয়। মহতের আচরণে নানা অসঙ্গতি থাকিতে পারে, তাই শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"অধিকারী বৈষ্ণবের না বুঝি' ব্যবহার।
যে জন নিন্দয়ে, তাঁর নাহিক নিস্তার ॥
অধম জনের যে আচার, যেন ধর্ম।
অধিকারী-বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম।
কৃষ্ণ কৃপায় সে ইহা জানিবারে পারে।
এসব সংকটে কেহ মরে, কেহ তরে ॥
সবে ইথে দেখি এক মহা-প্রতিকার।
সবারে করিব স্তুতি বিনয় ব্যবহার ॥"
"অজ্ঞ হই' লইবেক কৃষ্ণের শরণ।
সাবধানে শুনিবেক মহান্ত বচন।
তবে কৃষ্ণ তারে দেন হেন দিব্য মতি।
সর্বত্র নিস্তার পায় না ঠেকয়ে কতি ॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৯ম অধ্যায়—৩৮৭-৩৯২)

অর্থাৎ উচ্চ অধিকারী বৈষ্ণবের বাহ্য আচরণ না বুঝিয়া তাঁহার দোষ দর্শন করিলে নিস্তার নাই।

অন্য পক্ষে শ্রীপুরী গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতিই শ্রীভক্তিলতার বীজ বলিয়া বজ্র নির্ঘোষ স্বরে বলিয়া গিয়াছেন। তিনি একাদশীতে নির্জলা উপবাস শ্রীহরিকীর্ত্তনসহ রাত্রি জাগরণ ও দ্বাদশীতে দিবানিদ্রা ত্যাগ পূর্বক শ্রীহরিবাসর তিথি পালনের আদর্শ দেখাইবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগঙ্গা, শ্রীতুলসী, শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীবৈষ্ণব সেবার আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি শ্রীবলদেব জন্ম, শ্রীকৃষ্ণ জন্ম, শ্রীরাধা জন্ম, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত জন্ম, শ্রীশিবরাত্রি

শ্রীগৌরজন্ম ও শ্রীরাম নবমীতে একাদশীর ন্যায় উপবাস করিতে বলিয়াছেন।

শ্রীল পুরীগোস্বামী ঠাকুর এই জগতে আসিয়া না থাকিলেও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপুরী গোস্বামীকে বিশ্বের সমক্ষে প্রকট করাইয়া না থাকিলে, শ্রীজীব গোস্বামীর শ্রীভাগবত সন্দর্ভের ক্রমপন্থায় সাধনকারীর প্রেমলাভের চিদ্‌বিজ্ঞান ভিত্তিক বিপ্রলম্ভাত্মক সিদ্ধান্ত অবিদিত থাকিত। যাহারা সরল নিষ্কপট ও মহৎ কৃপাভিক্ষু—তাহারা পর নিন্দাকে উপজিব্য না করিয়া স্ব দোষদর্শী হইয়া শ্রীগৌর নিত্যানন্দকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিবেন। মহতের অমর্য্যাদা শ্রবণ করিয়া সামর্থ্য থাকিলে তাহার প্রতিবাদ করিতে হইবে। অসমর্থ পক্ষে নিন্দার স্থান ত্যাগ করিবেন।

শ্রীগৌরপার্ষদ গণের বিবাহলীলা

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য প্রভু দুই বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁর বহু পুত্র কন্যা ছিল। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে ভজন করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু মঞ্জরীত্ব প্রাপ্তির পর শ্রীবৃন্দাবন হইতে আসিয়া ৩ জনের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বয়ং কমলমঞ্জরী ছিলেন। তাঁহার দুই সহধর্মিণী ও পুত্র পৌত্রাদি সহ বিরাট সংসারে বাস করিয়া তিনি জগদ্‌গুরু ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু দুই ভগ্নীর পাণিগ্রহণ ও সন্ন্যাস ত্যাগ, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর দুই পত্নী ও বহু পুত্র কন্যা থাকা সত্ত্বেও শ্রীমহাপ্রভুর প্রিয় ছিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের কৃপায় শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবতের সিদ্ধান্তে যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহারাই

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে ইষ্টদেব বলিয়া বরণ করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের সম্বন্ধে শ্রীবাস পণ্ডিত বলিয়াছিলেন তাঁহারা মদিরা যবনী সঙ্গে থাকিলেও ব্রহ্মার বন্দ্য। শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজা শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা না করিয়া বলিয়াছিলেন ; -

"রাজা কহে, ভট্ট, তুমি বিজ্ঞ শিরোমণি।
তুমি তাঁরে কৃষ্ণ কহ তাতে সত্য মানি॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যঃ ১০।১৭)

কেবল শাস্ত্রযুক্তি লইয়া যাহারা পরমহংসকে মাপিতে চেষ্টা করিবেন তাহাদিগকে নষ্ট বুদ্ধি বলিয়া শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন, —

"ভাগবত পড়াইয়া কারো বুদ্ধি নাশ।
নিন্দে অবধূত চাঁদে জগত নিবাস॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ২১।২৮)

যাহারা শাস্ত্রযুক্তিকে প্রমাণ বলিয়া জাপটাইয়া ধরিয়াছেন তাহারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভুকে বিশ্ববাসী তথা ভারতবাসী বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর নিকট স্থাপন করিতে পারিয়াছেন কি ?

"সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য চন্দ্র!
শ্রীবলরাম সঙ্গে নিত্যানন্দ॥
শ্রীবলরাম গোসাঞি মূল সংকর্ষণ।
পঞ্চরূপ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন॥
আপনি করেন কৃষ্ণের লীলার সহায়।

স্বষ্টি লীলা কার্য্য করে ধরি চারি কায় ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ আদি পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৬-৯)

"অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর ॥
মহাবিষ্ণু স্বষ্টি করেন জগদাদি কার্য্য।
তার অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য্য।"

(শ্রীচৈঃ চঃ আদি ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৬-৭)

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলিতেছেন—

"কি বলিলি কি বলিলি পণ্ডিত শ্রীবাস।
মোহার নাড়ারে কহ শুক বা প্রহ্লাদ ॥
যে শুকেরে মুক্ত তুমি বল সর্বমতে।
কালকার বালক শুক নাড়ার অগ্রেতে ॥
এতবড় বাক্য মোর নাড়ারে বলিলি।
আজি বড় শ্রীবাসিয়া মোরে দুঃখ দিলি ॥
এতবলি ক্রোধে ছিপ যষ্টি লইয়া।
শ্রীবাসেরে মারিবারে যান খেদাড়িয়া ॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৯ম ২৮৬-২৮৯)

যাহারা প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যের জগদ্‌গুরু সাজিয়াছেন, তাহারা বিশ্বে তথা ভারতে মহাধর্ম সভায় শ্রীচৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনিত্যানন্দ মূল সংকর্ষণ ও শ্রীঅদ্বৈত মহাবিষ্ণু ইহা অদ্যাবধি স্থাপন করিতে পারিয়াছেন কি? গৃহী শ্রীঅদ্বৈত, শুক ও প্রহ্লাদের চেয়ে বড়। শুক

প্রহ্লাদ শ্রীঅদ্বৈতের নিকট "কালকার বালক" বলিয়া প্রতিপাদন করিতে পারিয়াছেন কি ? Growas, Kenedy ও দীনেশ সেন প্রভৃতি সমালোচকগণকে গৌড়ীয় সিদ্ধান্তে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন কি ? এখনও শত শত গবেষক শ্রীচৈতন্যকে সাধারণ পণ্ডিত ও নিত্যানন্দকে বাংলাদেশের কলঙ্ক বলিয়া প্রচার করিতেছে।

এখন বাঁচিবার উপায় কি ?

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"প্রকৃত সেবোন্মুখ প্রাণ Living Source যদি থাকে, তাহা হইলে নির্ভীক সত্য প্রচার থাকিবে।" (উৎকলে শ্রী প্রভুপাদ, যাহারা মহৎ কৃপা কটাক্ষ লাভ না করিয়াছেন, তাহারা জানেন, বাহিরে বক্তা সাজিয়া শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিলে ভক্তি হইয়া গেল। হ্লাদিনী শক্তি প্রেরিতা না হইয়া স্ব-সুখ বাঞ্ছা প্রেরিত হইয়া থাকার দরুণ ইহা সগুণা, সকামা, কর্মমিশ্রা ভক্তিতেই পর্যবসিত হয়। ইহার ফল ও পুণ্য কর্মের ফল সমান। শ্রীজীবপাদও এই প্রকার ভক্তিকে স্বরূপতঃ কর্ম বলিয়া শ্রীভক্তি সন্দর্ভ ২৬৭ তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের ৯২তম অনুচ্ছেদে "এতাবানেব লোকেহস্মিন্.....তন্নাম গ্রহণাদিভিঃ ॥" শ্রীভাগবত ৬।৩।২২ টীকায় তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, ভক্তির প্রাণ রূপক শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধিৎসা যেইখানে এই নাম কীর্ত্তন রূপক সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মের প্রেরক না হইয়া ধর্ম-অর্থ- কাম লাভ রূপক সুখানুসন্ধান প্রেরক হইয়া থাকে, সেইখানে ইহা ক্ষয়িষ্ণু পুণ্য কর্মের ফলই প্রসব করিয়া থাকে।

শ্রীশ্রীল পুরীগোস্বামীর প্রকটকালে যাহারা শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধিৎসাময়ী সেবা করিয়া শ্রীপুরীগোস্বামীর আনুগত্যে ছিলেন, তাহাদের মধ্যে

কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিতেছি। শ্রীভক্তি প্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ,শ্রীভক্তি বৈভব সাগর মহারাজ,তাঁহাদের অপ্রকট অবধি তাঁহার (শ্রীপুরীগোস্বামী) আনুগত্য করিয়াছিলেন। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও গৌড়ীয় সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ১৯৫০ সাল অবধি শ্রীআচার্যদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্ক রাখিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণভজনামৃতে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর জানাইয়াছেন—"বলাবল বিচার জীবন্তি ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১২ পরিচ্ছেদে ৭৩, ৭৪, ৭৫ পয়ারে—

"যে যে লইল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্য্যেরগণ মহাভাগবত ॥
সেই সেই আচার্য্যের কৃপার ভাজন।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্যচরণ।
অচ্যুতের যেইমত সেইমত সার।
আর যত মত সব হৈল ছারখার ॥"

শ্রীপুরী গোস্বামীর বাণীর অনুকীর্ত্তন কারী কে?

শ্রীঅদ্বৈত পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ ছিলেন মহৎ। শ্রীরূপ গোস্বামীর অনুগত ও শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ শিষ্য শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু ছিলেন অচ্যুতানন্দের অনুগামী।—শ্রীপুরী গোস্বামী ঠাকুর গৌড়ীয় ১৬ খণ্ড ২২ সংখ্যায় জানাইয়াছেন "আমাকে সাক্ষাৎভাবে শ্রৌত সিদ্ধান্ত কীর্ত্তন পূর্বক শ্রবণ করাইয়া পরীক্ষা দিয়া দুঃখীকে সুখী করিতে হইবে, পরম্পরাক্রমে বা গৌণভাবে নহে ইহাই এই

অকিঞ্চন পুরীদাসের নম্র নিবেদন।" সেই পরীক্ষাতে প্রাকৃত পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির আবশ্যকতা নাই সেই পরীক্ষার কষ্টিপাথর মহতের শ্রীপাদপদ্মে আদর মূলক হৃদয় ভরা দৈন্য, চক্ষুতে অকপট অশ্রু, শ্রীহরিনামে রুচি ও শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি।" শ্রীভক্তি সুধাকর প্রভুই শ্রীশ্রীল পুরীগোস্বামীর এই বাণীতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেছিলেন,—"শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার ভক্তগণের কাল যত অগ্রসর হইতে থাকিবে, নানা সমালোচনা তত উঠিতে থাকিবে।" এই মহৎ অপরাধ হইতে বাঁচিবার উপায় হইল- সাধুদিগের প্রমাণ।

শ্রীমদ্ভাগবতে "ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥" ভক্তির প্রাণ রূপক শ্রীকৃষ্ণের সুখচিন্তা। শ্রীভক্তিসুধাকর প্রভুকে শ্রীল প্রভুপাদ 'সমর্পিতাত্মা' বলিয়াছেন আমরা যদি শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর ভবিষ্যদ্‌বাণীর মধ্যে কথিত নিম্নলিখিত বাণীটি মনে রাখিতে, হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলে ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারিব।

"গুরু বৈষ্ণবের personality র প্রতি আমার একটা personal attachment যদি ক্রমশঃ বাড়িতে দেখা যায়, তবে tangible result পাওয়া গেল, টানটা ব্যক্তিগত জিনিষ।" শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর আদর্শে ও তাঁহার বাণীতে অবগাহন করিয়া বর্ত্তমান শ্রীগোদ্রুমধামে পূজ্য শ্রীভক্তি ভূষণ ভারতী মহারাজ ও ভুবনেশ্বরে পূজ্য শ্রীদিবাকরজী শ্রীল আচার্যদেবের কথিত অনন্য সাধারণ উপদেশ গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন। এরূপ ব্যক্তি কে আছেন যিনি সর্বানন্দকন্দকদম্ব স্বরূপ

নিরুপাধিক প্রেমের সম্পদ সর্বানুগ্রহকারী ভক্তের প্রতি প্রীতি না করেন ?

বিদ্বৎ অনুভব প্রমাণ চূড়ামণি

বেদ প্রমাণ যেইরূপ অকাট্য, মহৎগণের আচার অনুশীলন, নির্দ্দেশ তদ্রূপ প্রামাণিক—

"সময়াশ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ ভবেৎ।"

শ্রীশ্রীল জীব গোস্বামীপাদ শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ তৃতীয় পটলে ৮৬ শ্লোকে (১১৫) ঘোষণা করিয়াছেন

"সর্বপ্রমাণয়ে - চূড়ামণি ভূতো বিদ্বদ্নুভবএব এ প্রমাণম্"— অর্থাৎ যত প্রমাণ আছে, তন্মধ্যে বিদ্বৎ অনুভব প্রমাণ চূড়ামণি।

পরিশেষে আমরা শ্রীপুরী গোস্বামী ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য লীলার তাৎপর্য্য অনুভব করিতে শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের কীর্ত্তনের অনুগমন করিয়া কাতর প্রার্থনা জানাইতেছি—

"আমি ত দুর্ভাগা অতি বৈষ্ণব না চিনি।
মোরে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব আপনি॥"

(কল্যাণ কল্পতরু)

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর জানাইয়াছেন,—

"মহাজনের যেই পথ তাতে হব অনুরত পূর্বাপর করিয়া বিচার।"

শ্রীল পুরীগোস্বামী ঠাকুরের সমর্থকভাবে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে পরমপূজনীয় শ্রীল ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের নাম এই প্রবন্ধে গ্রন্থে পূর্বে লিখিয়াছি। শ্রীল পুরীগোস্বামী ১৩ই অক্টোবর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদ হইতে গৌড়ীয় মিশন সংরক্ষণের

জন্য উপদেশ দিয়া এক দীর্ঘ পত্র তাঁহার অন্যতম মর্ম্মী তদানীন্তন গৌড়ীয় মিশনের সেক্রেটারী শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদকে লিখিয়াছিলেন। উক্তপত্রে কয়েকজনের মধ্যে সর্বপ্রথম শ্রীল ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজকে ভাবী রেজিষ্টার গৌড়ীয় মিশনের পরিচালক বলিয়া নির্দেশ দিয়াছিলেন। উক্ত নির্দেশ মতে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী গৌড়ীয় মিশনের সভাপতি তথা আচার্যপদে শ্রীল ঔডুলোমি মহারাজ অধিষ্ঠিত হইলেন। শ্রীল ঔডুলোমি মহারাজ তাঁহার দীক্ষাগুরুদেব জগদ্‌গুরু শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের কৃপা ও প্রেরণায় হইলেন স্বতঃসিদ্ধ জগদ্‌গুরু।

তিনি শ্রীল পুরীগোস্বামী সম্বন্ধে তাঁহার কথিত ও প্রকাশিত "শ্রীআচার্যদেবের আচার্য লীলার বৈশিষ্ট্য" প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর আচার্যপদ লইয়া কিছু Controversy (বাগবিতণ্ডা) দেখা দেয়। তার অল্পদিন পরেই সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক হলো যে, শ্রীল আচার্যদেবই আচার্যপদ অলঙ্কৃত করিবেন। তিনি আচার্যপদে অধিষ্ঠিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের অবস্তনরূপে সেবাভার পরিচালনা করিয়াছেন।

তিনি আচার্য হইবার পর কিছু সেবা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছেন। শুদ্ধভক্তিধারায় আগত আচার্যগণের মধ্যে কিছু কিছু সেবা বৈশিষ্ট্য বা সেবা পরিপাটিতে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়, তথাপি কাহারও মধ্যে কোন বিরোধ নাই ; অথচ সকলেই হুবহু এক নয়। ভগবত্তায় এইPecularity (বৈশিষ্ট্য ,আছে বলেই এই বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়। সকলেই একাকার নয়, একাকার হইলে নির্বিশেষ হইয়া

যাইত। সবিশেষতাই ভগবত্তার Pecularity (বৈশিষ্ট্য) প্রত্যেক আচার্য সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ-গণ শ্রীরূপ, শ্রীসনাতনগোস্বামী হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ধারার আচার্যগণ সকলে হুবহু নন। প্রত্যেকের আচরণে সেবা বৈশিষ্ট্য, লীলাবৈশিষ্ট্য দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ গোপীজন বল্লভ। প্রত্যেক সেবকের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীবিশাখাদেবী যেই সেবা করেন, শ্রীতুঙ্গবিদ্যাদেবী ঠিক সেই রকম সেবা করেন না। আবার ললিতাদেবী যেই সেবা করেন,চম্পক লতা সেই সেবা করেন না। সেইরূপ গুরু ধারায় আগত মহাজনগণ ও সকলেই একরকম সেবা করেন নি। যারা ভজনচতুর নয়, "ইনি এর বিরোধী" এই সব কথা বলিয়া থাকে। যারা অন্ধ, গোরাভজনের 'ভ' ও বোঝে না, তাদের এই সব প্রলাপোক্তি। একজনের ঠিক ঠিক আর একজনকে না দেখিলে বলিয়া উঠে' 'এইতো বিরোধ'। গুরুগণ Stereo typed (ছাঁচে ঢালাই) হবেন এমন কোন কথা নাই। একজনের মধ্যে আর একজনকে দেখিতে না পাইলে 'ইনি এঁর বিরোধী' এই কথা ভক্তিরস শাস্ত্রসম্মত নয়।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীলপ্রভুপাদ হুবহু এক নন। আবার শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্যদেব হুবহু এক নন। তাই বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে বিরোধ নাই। এইটির নাম ভগবত্তা।

পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিকেবল ও তাঁহার শিক্ষাগুরুদেব শ্রীপুরী-গোস্বামী ঠাকুরের চিত্তবৃত্তির এই সুমধুর মহামিলন আমরা গাঁথিয়া রাখিব হৃদয়ের স্তরে স্তরে, অন্তরের গোপন মণিকোঠায়।

শ্রীশ্রীল পুরীগোস্বামী ঠাকুরের কয়েকটি উপদেশ

১। বক্তা দুই প্রকার যথা—সরাগও নীরাগ। সরাগ বক্তার কথা শ্রোতার অপরাধ কঠিন হৃদয়কে বিগলিত করিতে পারে না। নীরাগ বক্তার অনুভবসিদ্ধ উক্তি এমনই বীর্য্যবতী যে, তাহা কামক্রোধাধি-যুক্ত অত্যন্ত বিহ্বল মোহগ্রস্ত ব্যক্তির হৃদয়েও জীবনীশক্তির সঞ্চার করিতে পারে।

২। "ছুঁচোর গান হইয়া যাইতেছে"– এইরূপ বলিবার অর্থ হইল ছুঁচোর স্বরটি শ্রুতিমধুর হইলেও উক্ত স্বরের সঙ্গে ইহার হৃদয়ের কোন সম্পর্ক থাকে না। সেইরূপ কীর্ত্তনের প্রত্যেক শব্দকে নিজ হৃদয়ের ভাবের সঙ্গে না মিশাইয়া কেবল লোকরঞ্জনের উদ্দেশ্যে মধুর স্বরে গান করিলে উহা শুদ্ধ ভক্তি হইবে না।

৩। তিথি পালন—শ্রীহরিবাসর তিথি যেইরূপ পালন করা যায় সেইরূপ দিবানিদ্রা ত্যাগ করিয়া, অসমর্থ পক্ষে অনুকল্প করিয়া শ্রীবল-দেব আবির্ভাব তিথি, শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী' শ্রীরাধাষ্টমী, শ্রীঅদ্বৈত জন্ম-তিথি, শ্রীশিবরাত্রি শ্রীনিত্যানন্দ জন্মতিথি, শ্রীগৌরজন্ম ফাল্গুনী পূর্ণিমাতিথি, শ্রীরাম নবমী ও শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী পালনীয়।

৪। শ্রীমহামন্ত্র গ্রহণ রীতি শিক্ষা –শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু তাঁর সমসাময়িক গোস্বামিগণের মধ্যে কোন একজনও খোল করতাল সহযোগে অসংখ্যাত মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন নাই। মহামন্ত্রেরও দীক্ষা আছে। মহামন্ত্র অসংখ্যাত করিলে অপরাধ হইবে না বটে কিন্তু প্রেমফল লাভ বিলম্ব হইবে। শ্রীগৌরনাম করিলে শীঘ্রই চিত্তশুদ্ধ হইবে। শ্রীপঞ্চতত্ত্ব নাম অসংখ্যাত গ্রহণীয়। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর

বলিতেছেন "নিতাই চৈতন্য বলে নাচরে আমার মন"। ঐ কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীমহামন্ত্র গ্রহণের শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে।

৫। ভূতাদর—শ্রীভগবান অন্তর্যামী রূপে প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। এই বিচারে প্রত্যেক জীবকে নিজের পুত্রতুল্য দেখিবে। স্বত্ব ত্যাগ করিয়া নিজের মমতাস্পদ ভার্য্যাদিকে মহতের সেবায় ও অতিথি সেবায় যথাযোগ্যভাবে নিযুক্ত করিবে।

(শ্রীভাঃ ৭।১৪।৯।১৮)

৬। গো-সেবা শিক্ষা—গোধন শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রিয়। গাভী-দিগকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিবেন। গাভীদিগকে উচ্ছিষ্টাদি দিবেন না।

৭। বিষয়ীর অন্ন—সংসারী লোকমাত্র সাধারণতঃ কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে নানা প্রকার অসদুপায় অবলম্বনে উপার্জিত অর্থ প্রদান করিয়া থাকেন। ঐ অশুল্কবিত্ত গ্রহণ করিলে গ্রহীতা সেই বস্তুর মাধ্যমে তাহার অর্থ গ্রহণ করিয়া ভজন পথ হইতে চ্যুত হন। গুরু-সেবার নামে বিষয়ীর অর্থ বা অন্ন গ্রহণ করিলে চিত্ত বা মন মলিন হয়।

৮। মন্দিরাদিতে নিজ নামাঙ্কন—উপার্জিত অর্থ দিয়া কোন ব্যক্তি মন্দির নির্মাণ করাইলে অথচ মন্দিরাদিতে নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের নাম অঙ্কন করিল, তারফলে উক্ত মন্দিরটি অর্পিত হইল না। ইহা পুণ্যকর্মই হইয়া গেল। পুণ্যকর্ম ভক্তির পরিপন্থী। যাহারা ভগবৎ নামসূচক মৃত ব্যক্তিগণের প্রস্তর ফলক মন্দিরের সম্মুখে লাগান সেই সমস্ত ফলকে পদস্পর্শ করা চিদাত্মক নামের অবমাননা।

৯। ভক্তি লতা বীজ—শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বাঞ্ছাই বাস্তব পক্ষে ভক্তি

লতা বীজপদবাচ্য। শ্রদ্ধা, সুকৃতি ও কর্মাপণ বিজাতীয়। সাধকের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ চিন্তায় হ্লাদিনী শক্তির দৃষ্টি আকর্ষিত হয়।

১০। অকাল ভেকে সর্ব্বনাশ যারা মিথ্যাচারী তাহারা অন্যের মঙ্গল দূরে থাকুক, নিজের মঙ্গলও করিতে পারে না। আদৌ স্ত্রীসঙ্গ স্পৃহা শূন্যতা, সর্বজীবে পূর্ণ দয়া, গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের জন্য অভাব সময়ে যত্ন এসব লক্ষণ যার উপস্থিত হয় সেই গৃহত্যাগী হইয়া পড়ে। যাহাদের উৎকট ভোগবাসনা অন্তরে লুক্কায়িত আছে তাহাদের পক্ষে গৃহে থাকিয়া সাধুসঙ্গ করা উচিৎ। মহতের কৃপা লাভ হইলে ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি নিশ্চিতরূপে হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়।

১১। বেশাদি ধারণ—শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন (গৌড়ীয় ২।২৬।১৪) "চিহ্নদ্বারা বা বেশগ্রহণ রীতি দর্শনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নির্দেশ হয় না। হরিভজনে নিষ্কপট-তাই বৈষ্ণব পরিচয়ের একমাত্র নিদর্শন"।

১২। বস্ত্রাবৃত দেহে দণ্ডবৎ প্রণাম শাস্ত্র নিষিদ্ধ। "পেটাঙ্গী গায় করে দণ্ডবৎ নমস্কার। গোবিন্দ কহে—শ্রীকান্ত: আগে পেটাঙ্গী উতার" ॥ (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্য ১২।৩৬) শ্রীহরি ভক্তিবিলাস ১।৮।৩৯০ উক্ত হইয়াছে বস্ত্রাবৃত দেহে যে ব্যক্তি শ্রীভগবানকে প্রণাম করে সে সাত জন্ম পর্যন্ত শ্বেতকুষ্ঠ রোগগ্রস্থ হয়।

১৩। ছবিপূজা সম্পর্কে শিক্ষা—শাস্ত্রে ফটো বা ছবি পূজার ব্যবস্থা নাই। তুলির সাহায্যে লিখিত আলেখ্য পূজাই শাস্ত্রবিধি। শাস্ত্রে অষ্টবিধা প্রতিমার কথা উক্ত হইয়াছে। (শ্রীভাগবত ১১।২৭।১২)

১৪। গৌড়ীয় গুরুপরম্পরা—স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। শ্রীরূপ সনাতনাদি এই সম্প্রদায়ের গুরুবর্গ। "স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামা তদুপাসকসম্প্রদায় প্রবর্তকো ভবতি।"

(শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত গ্রন্থের টীকাকার
শ্রীআনন্দী লিখিত)

"প্রভু কহে কর্মী জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি এই দুই চিহ্ন॥
সবে একগুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে।
সত্য বিগ্রহ ঈশ্বরে করহ নির্ণয়ে॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ৯।২৪৯-৫০)

১৫। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু—মাধ্ব সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া থাকিলে "তোমার সম্প্রদায়ে" বলিতেন না। শ্রীমন্মধ্বাচার্য তাঁর ভাগবৎ তাৎপর্য্যে ১০।২৭।১৩) লিখিয়াছেন ব্রজগোপীগণ স্বর্গবাসিনী অপ্সরা। শ্রীজীবপাদ শ্রীমধ্বাচার্য্যকে "তত্ত্ববাদগুরু" বলিয়াছেন। মধ্ব সম্প্রদায়ের গুরু প্রণালীতে শ্রীলক্ষ্মীপতির নাম নাই। পরে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীমধ্বমত ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্যামানন্দ ধারায় শ্রীরাধাদামোদর গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীব্রহ্ম মাধ্ব গৌড়ীয় সম্প্রদায় শুদ্ধ গৌড়ীয়গণের পরম্পরা নহে।

১৬। গৌড়ীয় মিশন ভাঙ্গিয়া দেওয়া আমার অভিপ্রায় নহে। এলাহাবাদ হইতে ১৩ই অক্টোবর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে একপত্রে "মিশনের

আকৃতি প্রকৃতি রূপ স্বরূপ লক্ষণ ও শ্রীহরি গুরুবৈষ্ণবের সেবা, সুখানুসন্ধান চেষ্টা রূপ তটস্থ লক্ষণ বজায় রাখা নিতান্ত আবশ্যক।"

১৭। শ্রীপুরী গোস্বামী আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে প্রার্থনা করিলেন, "আমি ঐকান্তিক ভাবে আপনার শ্রীচরণ আশ্রয় করিতে আসিয়াছি। আপনার দ্বারা আমার ব্যবহারিক বা ব্যক্তিগত সুবিধা করাইয়া লইবার জঘন্যতম দুর্বুদ্ধি যেন আমার না হয়, ইহাই আপনার শ্রীচরণে প্রার্থনা করিতেছি।"

১৮। জাতরতি ভক্তগণের প্রসঙ্গে শ্রীরূপ গোস্বামী (১।৩।৫৯-৬০) শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লিখিয়াছেন জাতভাব ব্যক্তিতে যদি বাহ্যতঃ দুরাচারতার ন্যায় কিছু দেখাও যায় তথাপি তাহার প্রতি অসূয়া কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু তিনি সর্বতোভাবে কৃতার্থ হইয়াছেন।

১৯। সাধারণী লোকের দোষ দর্শন করা ও তার চর্চ্চা করা উচিত নহে।

২০। জীব নিজ চেষ্টায় ভক্তি করিতে পারে না। শুদ্ধভক্তি কখনও জীবের আয়াস সাধ্য নহে। হ্লাদিনী শক্তির দূত মহতের অহৈতুকী কৃপাই ভক্তিলাভের একমাত্র কারণ। শ্রীসনাতনের শিক্ষায় "কৃষ্ণভক্তির জন্ম মূল হয় সাধু সঙ্গ।" ভক্তি বাসনার চাবিকাঠি 'ত' মহতের কাছে।

২১। লাঠি মারিয়া প্রেমশিক্ষা দেওয়া যায় না। 'লাঠি মারা' কার্য্যটি 'বিধি'। উহা অত্যন্ত অবৈধ কার্য্যপরায়ণ ব্যক্তিদের জন্য —যেমন চোরদের জন্য পুলিশ আবশ্যক। যাঁহারা ভালোভাবে

জীবন যাপন করেন, নিয়মভঙ্গ বা অনাচার করেন না, তাঁহাদের প্রতি শ্রীগুরুদেবের কৃপা হইলেও হইতে পারে, গুরুদেবের কৃপাবলে তাঁহাদের ব্রজবাসীর ভাবে লোভ জন্মিতে পারে।

২২। চামড়া বা মাংস দর্শন করিও না, নিজেকেও হাড়-চামড়া জ্ঞান করিও না। নিজের চেহারা দেখাও, নোঙ্গর তোল।

২৩। "জড়ে যে আসক্তি বা রাগ হইয়াছে, উহা 'বিধি' আদি দ্বারা শীঘ্র দূরীভূত হয় না। রাগভক্তি জাগরিত হইলে উহা যায়। শ্রীভগবানের বা শ্রীভগবদ্ভক্তের কৃপালেশ হইলে রাগমার্গে রুচি হয়।

২৪। শ্রীগুরুদেবের আদেশানুসারে যদি জীবন গঠন না করা যায়, তবে বুঝিতে হইবে নিশ্চয়ই শ্রীগুরুতে মর্ত্তাবুদ্ধি আছে। তাহার সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় হয় নাই, বুঝিতে হইবে"।

২৫। ভূতোদ্বেগ দেওয়া 'শুনা' মধ্যে গণিত। জীবকে উদ্বেগ দিলে ভগবানকেই উদ্বেগ দেওয়া হয়। সর্বভূতে মৈত্রীভাব জাগ্রত হওয়া দরকার। সকলের প্রতি সহানুভূতি থাকিবে। নিজেকে বৈষ্ণব অভিমান করিতে হইবে না। বিষ্ঠার কৃমিকীটের আবার অভিমান কি ?

২৬। শ্রীগুরুদেব বা শ্রীভগবদ্ভক্তগণ যদি অভিনিবেশসহকারে কাহারও প্রতি স্নেহদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তবেই সেই'টি কৃপাদৃষ্টি। তাহা না হইলে 'ফাঁকা-ফাঁকা'— ভাবে, 'ভাসা-ভাসা'— ভাবে ত' অনেককেই দেখেন। তাঁহাদের কৃপা-দৃষ্টিতে পতিত হওয়াই মহা-সৌভাগ্যের বিষয়।

———